

প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪

দ্বিতীয় সংস্করণ : ভাদ্র, ১৩৬৭ (সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত)

প্রকাশক :

প্রকাশচন্দ্র সিংহ

১ পঞ্চানন ঘোষ লেন

কলিকাতা

মুদ্রক :

জিতেন্দ্রনাথ বসু

দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া

৩।১ মোহনবাগান লেন

কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ :

সমর গাঙ্গুলী

দাম : আড়াই টাকা

উৎসর্গ

শ্রীমতী হেমলতা চক্রবর্তী

সুচরিতাসু

এই লেখকের :

লৌহ কপাট ১ম	(১৪শ মুদ্রণ)
লৌহ কপাট ২য়	(১১শ মুদ্রণ)
লৌহ কপাট ৩য়	(৭ম মুদ্রণ)
তামসী	(৯ম মুদ্রণ)
ন্যায়দণ্ড	(৬ষ্ঠ মুদ্রণ)
পাড়ি	(৬ষ্ঠ মুদ্রণ)
আবরণ	(৩য় মুদ্রণ)
একুশ বছর	(৩য় মুদ্রণ)
আশ্রয়	(৪র্থ মুদ্রণ)
মসিরেখা	(৩য় মুদ্রণ)
মায়াতীর	(৩য় মুদ্রণ)

ভূমিকা

নাটকটি বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হতে দেখেছি এবং সেই উপলক্ষে এর অভিনয়-সৌকর্য সম্বন্ধে কয়েকটি কুশলী নাট্য-সংস্থার শিল্পী ও পরিচালকদের সঙ্গে আলোচনা করবার সুযোগ ঘটেছে। তার ফলে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে সেই ব্যবস্থা করা গেল।

সেই সঙ্গে, কয়েকটি নতুন দৃশ্য যোগ করে একে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের রূপ দেবার চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থকার

পুরুষ চরিত্র

হরনাথ—মফস্বল শহরের ডাক্তার।

হরিনাথ—ঐ

অশোক—হরিনাথের ছেলে (কলেজের ছাত্র)

নীরেন—হরনাথের বন্ধুর ছেলে।

নৃপেন—হাল আমলের উকিল।

রায়বাহাদুর—প্রবীণ অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট।

বাণীবাবু—পাড়ার সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধব্যক্তি।

গুরুপদ—পাড়ার ভদ্রলোক।

কালীবাবু—কল্যাণী বোর্ডিং-এর মালিক।

সাগর, সুখেন, বীরেন—ঐ বোর্ডার।

কানাই—ঐ বাজার সরকার।

বিপিন—প্রফেসর মিস সোমা গাঙ্গুলীর ভৃত্য।

গণেশ—জেল-ফেরৎ দাগী।

থানা-অফিসার, কোর্ট ইনসপেকটর, সিপাই, হাবিলদার, পেসকার, রোগী, থিয়েটার-ম্যানেজার, থিয়েটার-দর্শক, পাড়ার লোকজন ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

মোক্ষদা—হরিনাথের স্ত্রী

নীলিমা—হরনাথের মেয়ে (কলেজের ছাত্রী)

মিস্ সোমা গাঙ্গুলী—মেয়েদের কলেজের তরুণী প্রফেসর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মফস্বল সহরের ছোট রাস্তা। তার কোলে খানিকটা খালি জায়গা। তারপর পাশাপাশি দুখানা বাড়ি। একখানা একতলা, গায়ে সাইনবোর্ড—ডাক্তার হরিনাথ ধর। আরেকখানা দোতলা, তার গায়েও সাইনবোর্ড—ডাক্তার হরনাথ কর। দুটো বাড়ির মাঝখানে একটা সরু গলি। দোতলা বাড়ির নিচের বারান্দায় কয়েকখানা চেয়ার পড়ে আছে। একতলা বাড়ির বারান্দায় একখানা শুধু ক্যাম্পচেয়ার। তার উপরে বসে হরিনাথ ধর গড়গড়া টানছেন। ভিতর থেকে চণ্ডীপাঠের গম্ভীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ' ইত্যাদি। মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজছে। হরিনাথের মুখে বিরক্তির চিহ্ন। মাঝে মাঝে অধীর এবং অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ভিতরের দরজার দিকে তাকাচ্ছেন।

[কিছুক্ষণ পরে ভিতরে শাঁখ এবং কাঁসর বেজে উঠল। তারও কয়েক মিনিট পরে মোক্ষদার প্রবেশ। পরনে পট্টবাস। গলার উপর দিয়ে আঁচল জড়ানো। তার সঙ্গে বাঁধা চাবির গোছা।]

মোক্ষদা—কী বলছ ?

হরিনাথ—বলছিলাম, সকাল থেকেই এত ঘটা কিসের ?

মোক্ষদা—ঘটা আবার কোথায় দেখলে? পুরুতমশাইকে ডেকে একটু চণ্ডীপাঠ করালাম। মাঘী পূর্ণিমার দিনটা…

হরিনাথ—(মৃদু হেসে) চণ্ডীপাঠ! কিছু লাভ নেই, গিন্নী, কিচ্ছু লাভ নেই। চণ্ডীই বল, আর কালীই বল, কারোরই আর ধার নেই আজকাল। দেবতারা সব দেউলে হয়ে গেছেন।

মোক্ষদা—কী যে বল, তার ঠিক নেই। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ওসব ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না, বাপু।

হরিনাথ—ঠাট্টা আমি করিনি, ঠিক কথাই বলেছি। দেবতাদের পায়ে মাথা খুঁড়তে আমিও তো কিছু বাকী রাখিনি। প্রার্থনা যেটুকু তাও সামান্য। ধনং দেহি, যশো দেহি বলেও চেঁচাইনি, হাতি-ঘোড়া, তালুক-মুলুকও চাইনি। চেয়েছিলাম স্রেফ্ একটা ভূমিকম্প।

মোক্ষদা—(ভয়ে ও বিস্ময়ে) ভূমিকম্প! ওমা, সে কী!

হরিনাথ—হ্যাঁ; একটা ছোটখাট ভূমিকম্প—যার ধাক্কায় আর কিছু না, খালি (পাশের বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে, আক্রোশের সুরে) ঐ দোতলটা চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে। কই? হল কিছু?

মোক্ষদা—(হেসে) ঐ দোতলা দোতলা করে তোমার মাথাটা কোন্‌দিন একেবারেই খারাপ হয়ে যাবে। বেশ

তো, আছে ওদের দোতলা, থাক না? তাতে হয়েছে কী?

হরিনাথ—'হয়েছে কী' মানে? কি হয়নি, তাই বল। ঐ ব্যাটাচ্ছেলে আমার নামে কি বলে বেড়ায়, জানো? বলে 'একতলা ডাক্তার'। আর রুগীগুলোও সব উটমুখো। দোতলা দেখেই মাথা ঘুরে যায়। আমার বাড়ির সামনে দিয়ে গিয়ে সুরসুর করে ঢুকে পড়ে ওইখানে।

মোক্ষদা—তার জন্যে কী করবে, বল?

হরিনাথ—একটা কিছু করতেই হবে। ভূমিকম্পের ভরসায় আর বসে থাকা যায় না। যেমন করে হোক, অন্ততঃ একখানা ঘর তুলতে হবে আমাদের এই ছাদের উপর। তাতে যদি ভরগোষ্ঠী খেতে না পাও—উপায় নেই। মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় হল মান। Prestige! আজ আমার সেই prestige at stake.

মোক্ষদা—আমিও কতদিন ভেবেছি, তোমাকে বলবো। দোতলার দেমাকে হরনাথ-গিন্নীর মাটিতে যেন পা-ই পড়ে না। ঐ ওপরের ঘরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে চুল বাঁধে! আহা! ঐ তো রূপের ডালি!

হরিনাথ—(উত্তেজিতভাবে) কী বললে! তোমাকে

দেখিয়ে দেখিয়ে চুল বাঁধে ঐ দোতলার ঘরে দাঁড়িয়ে! একথা এতদিন বলনি কেন? নাঃ, এর পরে আর দেরি করা যায় না। তুমি চট্ করে আমার জামাটা নিয়ে এস তো।

মোক্ষদা—কোথায় আবার বেরোবে এত সকালে?

হরিনাথ—(অতিশয় ব্যস্তভাবে) ইঁটের অর্ডারটা এখনই দিয়ে আসি। তারপর চুণ, সুরকি, সিমেণ্ট, কাঠ···। নাঃ, আর দেরি করা যায় না। কিন্তু—

[মোক্ষদা চলে যাচ্ছিলেন, ফিরে দাঁড়ালেন]

(কুণ্ঠার সুরে) একটা কথা বলবো?

মোক্ষদা—কী?

হরিনাথ—বলছিলাম, তোমার দু-চারখানা গয়না যদি একবার—আমি শীগ্‌গিরই দিয়ে দেবো। বরং ওগুলোর বদলে—

মোক্ষদা—(বিদ্রূপের সুরে) একেবারে নতুন একসেট গড়িয়ে দেবে। তা কি আর জানি না? বলি, এই পঁচিশ বছর ধরে কখানা দিয়েছ আর কখানা নিয়েছ, তার হিসেবটা করে দেখেছ একবার?

হরিনাথ—থাক, থাক, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি মেয়েমানুষ, যে-জাত প্রাণ দেয় কিন্তু গয়না দেয় না। তুমি কি

বুঝবে, গিন্নী, prestige! মান, সম্ভ্রম, মর্যাদা—তার কাছে দুখানা গয়নার দাম কত তুচ্ছ।

মোক্ষদা—মান, সম্ভ্রম, মর্যাদা! ঐ টোঙ-এর ওপর চড়ে বসলেই সব হল! আর আমাকে যখন এই পুরনো, ক্ষয়ে-যাওয়া, ম্যাড়মেড়ে কগাছা চুড়ি পরে দশজনের সামনে বেরোতে হয়, তখন তোমার মানটা কোথায় থাকে, শুনি? হ্যাঁ; কপাল করে এসেছিল বটে হরনাথ-গিন্নী। ফি মাসে নতুন গয়না। কী চমৎকার ফুল-ঝুমকো পরে বেরোল সেদিন। মানায়নি ছাইও। কিন্তু কী জিনিস একখানা! যেমন গড়ন, তেমনি পালিশ।

হরিনাথ—(গম্ভীর কণ্ঠে) দাম কত?

মোক্ষদা—কিসের?

হরিনাথ—ঐ যে বললে, ফুলঝুরি, না কী?

মোক্ষদা—ও আমার কপাল! ফুলঝুরি নয়, ফুল-ঝুমকো।

হরিনাথ—ঐ একই হল। তার দাম কত?

মোক্ষদা—কি জানি, কত দাম? আমি জিজ্ঞেস করতে গিয়েছি নাকি? সাতজন্মেও ও-সব কথা আমি কারো সঙ্গে বলি না।

হরিনাথ—আহা! তোমার নিজের তো একটা আন্দাজ আছে।

মোক্ষদা—কত আর? শ-খানেক টাকা পড়েছে হয়তো।

হরিনাথ—আচ্ছা, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এখ্‌খনি আসছি।

[ভিতরের দিকে প্রস্থান]

মোক্ষদা—এই ছাখ, এ আবার কী খেয়াল চাপল।

[হরিনাথের পুনঃ প্রবেশ]

হরিনাথ—এই নাও একশ টাকা।

মোক্ষদা—টাকা কী হবে ?

হরিনাথ—কেন, ঐ যে ঝুমকোফুল না কী বললে ?

মোক্ষদা—বাঃ, সে তো ও গড়িয়েছে তাই বললাম। আমাকে দিতে হবে বলেছি নাকি ?

হরিনাথ—না, না ; সেটা আমি বলছি। নাও, ধর। [টাকা প্রদান] আজই কেষ্ট স্যাঁকরাকে ডেকে পাঠাও। গড়ে এলে ঐ ছুঁচোর বৌকে ডেকে দেখিয়ে দিও, পরিবারকে একখানা গয়না দেবার ক্ষমতা হরিনাথ ধরও রাখে। সেটা ওর একচেটে নয়।

[উত্তেজিতভাবে ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন। থমকে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করলেন। বিকৃত কণ্ঠের চাপা গর্জন ভেসে আসছিল—"প্রজানুরঞ্জন, প্রজানুরঞ্জন, প্রজানুরঞ্জন তরে ঋষি···"]

হরিনাথ—ওকি ! ঘরে কুকুর ঢুকল কি করে ?

মোক্ষদা—কুকুর। কোন্‌ ঘরে ?

হরিনাথ—খোকার ঘরে বলে মনে হচ্ছে যেন।

[নেপথ্যে বিকৃত কণ্ঠের পুনরাবৃত্তি]

মোক্ষদা—ওমা আমার কী হবে ? ও তো খোকা।

হরিনাথ—খোকা ? তা, ওরকম করছে কেন ? অসুখ-বিসুখ করেনি তো ?

মোক্ষদা—বালাই, অসুখ করবে কেন ? অ্যাকটিং করছে। ওদের কলেজে নাকি থিয়েটার হবে। ওকে সব-চেয়ে ভাল পার্ট দিয়েছে।

হরিনাথ—বটে! তবু ভালো। আমি মনে করেছিলাম, হিস্টিরিয়া। ওরকম গ্যাঙ্‌রানি আর কোনো অবস্থায় হয় বলে তো জানতাম না।

মোক্ষদা—তুমি তো সব জানো। আজকালকার থিয়েটারে অমনি করেই অ্যাকটিং করে। ঐ তো আসছে। তোমাকে খানিকটা শুনিয়ে দিতে বলি।

[একটা খাতা হাতে করে অশোকের প্রবেশ]

কোথায় চললি ?

অশোক—একটু বাইরে যাচ্ছি। কেন ?

মোক্ষদা—তোর বাবাকে একটু শুনিয়ে দে না ?

অশোক—কী শোনাবো ?

মোক্ষদা—ঐ যে, যা করছিলি এতক্ষণ।

অশোক—ওসব বাবা বুঝবেন না।

মোক্ষদা—বুঝবেন না কেন ? উনিও তো একদিন করেছেন ওসব।

অশোক—সে ছিল আলাদা ব্যাপার।

হরিনাথ—তোমাদের ব্যাপারটা কী ?

অশোক—আমি যা করছিলাম, তাকে বলে mixed feeling.

হরিনাথ—Mixed feeling !

অশোক—হ্যাঁ ; মানে, মিশ্র অনুভূতি।

হরিনাথ—মিশ্র যোগ, মিশ্র ভাগ হয় জানতাম। মিশ্র অনুভূতিটা কি জিনিস ?

অশোক—এই যেমন ধর, তুমি ঋষি বশিষ্ঠ, আমি রাজা রামচন্দ্র। তুমি আমাকে বোঝাচ্ছিলে, প্রজা-রঞ্জনের জন্যে সীতাকে বনবাসে পাঠানো আমার অবশ্য কর্তব্য। তখন রামের মনে জেগে উঠল একটা সংঘাত, যার নাম mixed feeling. একদিকে হৃদয়ের দাবি, আর একদিকে কর্তব্যের আহ্বান। তারই সংঘর্ষে তিনি গর্জে উঠলেন—প্রজানুরঞ্জন···নাঃ, হল না ; প্রজানুরঞ্জন, দূর ছাই, প্রজানুরঞ্জন তরে ঋষি, হৃৎপিণ্ড, হৃৎপিণ্ড···

হরিনাথ—(ব্যস্তভাবে) থাক, থাক, ওতেই হবে। খুব বুঝেছি।

অশোক—হৃৎপিণ্ড দিনু উপাড়িয়া··· ।

হরিনাথ—(মোক্ষদার প্রতি) ওকে থামতে বল, এখ্‌খনি ফিট হয়ে পড়বে।

মোক্ষদা—কী যে বল ছাই, ফিট হবে কেন ? ও তো অ্যাকটিং করছে।

হরিনাথ—আমার মুণ্ডু করছে। পুরোদস্তুর হাইড্রোফোবিয়ার লক্ষণ। এই, এদিকে আয় তো, দেখি।

অশোক—(এগিয়ে এসে) কী ?

হরিনাথ—(নাড়ি পরীক্ষা করতে করতে) তোকে কুকুরে-টুকুরে কামড়ায়নি তো ?

অশোক—কুকুরে কামড়াবে কেন ?

হরিনাথ—কেন কামড়ায়, সে অনেক কথা। আমি জিজ্ঞেস করছি, কামড়েছে কি না।

অশোক—শোন কথা ; আমি করছি, অভিনয়, আর তুমি বলছ, কুকুরে কামড়েছে।

হরিনাথ—(ব্যঙ্গের সুরে) অভিনয় ! অভিনয় মানে বুঝি অমন ধারা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে আসা ?

অশোক—কি মুশকিল। Mixed feeling দেখাতে হবে তো ? এ আর কী দেখলে ? এসব জায়গায় আজকালকার বড় বড় অভিনেতার এক-একখানা pose যদি দেখতে, তাহলে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যেতে। আমি তো তার ধার ঘেঁসেও যেতে পারিনি। সে-সব culture করবার মত জিনিস-পত্তর কোথায় ?

[গড়গড়ায় টান দিয়ে দেখলেন আগুন নিভে গেছে। চিৎকার করে ডাকলেন, 'ওরে, গোবরা, গোবরা'…নেপথ্যে 'যাই বাবু'। 'কল্কেটা পালটে দিয়ে যা'।]

মোক্ষদা—কী জিনিস চাই তোর ? বলনা ওঁকে।

অশোক—জানো ? বড় বড় শিল্পীরা যখন অভিনয় অভ্যাস করেন, তাঁদের মাথার ওপর, হাতের নিচে, ডাইনে বাঁয়ে, ঝোলানো থাকে ডজন খানেক ছোরা।

মোক্ষদা—ছোরা!

[চাকর কল্কে বদলে দিয়ে গেল, হরিনাথ গড়গড়ায় মনোনিবেশ করলেন এবং তারই ফাঁকে তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন ছেলের মুখের দিকে]

অশোক—হ্যাঁ ; হাতটা কতখানি উঠবে বা নামবে, তাই ঠিক করবার জন্যে। একটু বেশি কম হলেই খোঁচা। ছোরা পড়ে মরুক, কতদিন থেকে তোমাকে বলছি.বড় দেখে একখানা আরশি কিনে দিতে—তাই হল না।

মোক্ষদা—পাগলা ছেলে! আমার কাছে অত টাকা কোথায় যে আরশি কিনে দেবো! (স্বামীর প্রতি) আহা! ছেলেমানুষ অত করে বলছে, দাওনা কিনে একখানা আয়না। কতই বা লাগবে ?

হরিনাথ—তুমি থামো। ও কি নিজে বলছে, না ওর রোগ ওকে দিয়ে বলাচ্ছে ? হাইড্রোফোবিয়া যদি না হয়, নিশ্চয়ই কোনো acute টাইপের হিস্টিরিয়া।

মোক্ষদা—তোমার যত সব অলক্ষুণে কথা।

অশোক—(মায়ের প্রতি) শুনলে তো ? কেন বলতে গিয়ে

মুখ হারালে? ওঁর কাছে কোনোদিন কিছু পেয়েছি যে আজ বলছ আয়না চাইতে? চল্লিশ গণ্ডা ফ্যাকড়া বেরোবে—Hydrophobia, ফিলাডেলফিয়া, আর না হয় ইনটেস্‌টাইনাল ফার্মাকোপিয়া। এ কি আর হরনাথ ডাক্তার? ঐ তো মেয়ের গলা। মানুষ, না পেত্নী, বোঝা দায়। তার জন্যে কত বড় হারমোনিয়ম এল সেদিন ঘোষ কোম্পানি থেকে, দেখে এস গে।

হরিনাথ—(হঠাৎ সজাগ হয়ে) কী এল?

অশোক—(অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে) কিছু না।

হরিনাথ—তুই কিনতে চাস হারমোনিয়ম?

অশোক—রক্ষে কর; ওসব প্যাঁ-পুঁ আমার সহ্য হয় না। গান-বাজনা হল মেয়েলি ব্যাপার। আমি manly art-এর culture করি—অভিনয়।

হরিনাথ—বেশ তো। তা, কী চাস তুই?

মোক্ষদা—ওমা, এতক্ষণ শুনলে কি? বড় গোছের আয়না চাইছিল একখানা।

হরিনাথ—ওর থেকে ছুখানা নোট ওকে দিয়ে দাও। পরে পুরিয়ে দেবো।

মোক্ষদা—(টাকা প্রদান) নে, হল তো?

[অশোকের সর্বাঙ্গে উল্লাস]

হরিনাথ—যা, আজই গিয়ে নিয়ে আয় তোর আরশি।

তারপর চালিয়ে যা ঐ গ্যাণ্ডরানি অ্যাকটিং। ঐ সঙ্গে peps কিনে আনিস এক শিশি। ঐ ছুঁচোর গুষ্ঠি বেশ করে জানুক, হরিনাথ ডাক্তার কারো চেয়ে ছোট নয়।

[উত্তেজিত ভঙ্গীতে ভিতরে প্রস্থান]

অশোক—(নোট তুখানা তুলে ধরে) কুড়ি টাকা! গ্র্যাণ্ড আরশি হবে একখানা। বেশ করে দেয়ালে টাঙিয়ে দেবো। এই তোমাকে আমি বলে রাখলুম মা, অভিনয়ের মান যে কতখানি উঠতে পারে, বাংলা দেশকে তা আমি দেখিয়ে দেবো। এই যেমন ধর—রাম বলছেন তুঙ্গভদ্রাকে—'হে কল্যাণী, তৃপ্ত হল অন্তর আমার, লইলাম অভিশাপ আশীর্বাদ সম।' আত্মগ্লানি আর আত্মতৃপ্তি—তুটো feeling জড়াজড়ি করে ভেসে উঠবে মুখের প্রতিটি রেখায়।

[ও বাড়ির জানালার দিকে চেয়ে স্বগত]

এখন, নীলিমা শুনতে পেলে হয়। আজকাল যেন এদিকটা মাড়াতেই চাইছে না। আচ্ছা, আরশিটা আগে নিয়ে আসি তো।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

মোক্ষদা—কোথায় চললি আবার এত বেলায়?

অশোক—আয়নাটা কিনে নিয়ে আসি।

মোক্ষদা—এখন বেরোলে খাবি কখন ? কলেজ নেই আজ ? একেবারে খেয়ে নিয়ে যাস।

অশোক—(বিরক্তির সুরে) খেয়ে নিয়ে! খাওয়া! খাওয়াটাই সব নয় মা। তার চেয়ে অনেক বড় জিনিস আছে মানুষের জীবনে।

[বাইরের দিকে প্রস্থান]

মোক্ষদা—এই দ্যাখ; আবার আমাকে হেঁসেল নিয়ে বসে থাকতে হবে। এই, শোন, শোন......

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

অপর অংশ। ডাক্তার হরনাথ করের দোতলা বাড়ি। রাস্তার উপর বারান্দা। তার উপরে কয়েকখানা চেয়ার পড়ে আছে। বাইরের দিক থেকে হরনাথের প্রবেশ। পরনে যথারীতি কোট প্যান্ট। একজন যুবক (নীরেন) ধরে ধরে নিয়ে আসছে।

হরনাথ—এই যে এসে পড়েছি, বাবা। দীর্ঘজীবী হও। বড্ড উপকার করলে। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা। তা না হলে হয়তো রাস্তাতেই পড়ে থাকতাম। (উচ্চকণ্ঠে) পটলা, ওরে পটলা......

[বারান্দায় উঠলেন]

নীরেন—এখানে বসবেন, না একেবারে ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়বেন ?

হরনাথ—না, বাবা, এখানেই একটু বসি। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। তুমি ঐ চেয়ারটা টেনে নাও।

[পটলের প্রবেশ]

তোর মাকে বল—

পটল—মা তো বাড়ি নেই ; কালীবাড়ি গেছেন।

হরনাথ—দিদিমণি কি করছে ?

পটল—দিদিমণি পড়ছে।

হরনাথ—আচ্ছা, তাকে গিয়ে বল, দু-কাপ চা আর কিছু খাবার নিয়ে আসতে। বুঝলি ?

[মাথা নেড়ে পটলের প্রস্থান]

নীরেন—আমি আর এখন কিছু খাবো না, কাকাবাবু।

হরনাথ—কেন ? বেশী কিছু তো নয়।

নীরেন—আরেকদিন এসে খাবো। আজকের মত উঠি।

হরনাথ—এখনি উঠবে কি! বসো ; আমার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। তোমার কাকীমাও এসে পড়বেন এখ্খনি।

নীরেন—আপনি এখন কেমন বোধ করছেন ?

হরনাথ—অনেকটা ভালো। মাঝে মাঝে মাথাটা ঘুরছে।

নীরেন—এরকম অসুখ নিয়ে আপনার বেরোনো ঠিক হয়নি।

হরনাথ—অসুখ কোথায় ?

নীরেন—তবে ? হঠাৎ পড়ে গেলেন কি করে।

হরনাথ—আর বল কেন ? ব্যাটা পাজির পাঝাড়া বোম্বেটে সয়তান !

নীরেন—(চমকে উঠে) কাকে বলছেন।

হরনাথ—(পাশের বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে) ঐ যে। দেখছ না, কত বড় সাইন-বোর্ড ? (বিদ্রূপের সুরে) ডাক্তার হরিনাথ ধর। ডাক্তার! একেবারে স্যর নীলরতন! (চোখ পাকিয়ে) ব্যাটা হাতুড়ে গোবদ্যি।

নীরেন—(বিস্ময়ের সুরে) কিন্তু ওর সঙ্গে আপনার এই পড়ে যাওয়ার—

হরনাথ—বলছি, শোনো। নতুন বাজারের ঝুনঝুনওয়ালাদের নাম শুনেছ তো ?

[নীরেন মাথা নাড়ল]

তিন পুরুষ ধরে ওরা আমার পেশেণ্ট ; যাকে বলে বাঁধা ঘর। ঐ বদরিদাস ঝুনঝুনওয়ালার ঠাকুরদার ট্রিটমেণ্ট আমিই করেছি। আমারি সামনে সে মারা গেছে। বাপও তাই। এবার ও নিজে পড়েছে। সারাতে পারি ভাল, আর যদি মরতে হয়, ও আমার হাতেই মরবে। তুই ব্যাটা কে ? তোর ফোঁপর দালালির দরকারটা কী ? গায়ে পড়ে আমার অতদিনের রুগীটাকে

নানা কাণ্ড করে হাতছাড়া করা কি নিছক বদমাইসি নয়? বল দেখি নীরেন, তুমিই বল।

নীরেন—উনি বুঝি নিজে থেকেই গেছেন সেখানে?

হরনাথ—শুধু যদি যেত, আমার কিছুই বলবার ছিল না। ওর বিদ্যে তো আমার অজানা নয়। কী করেছে একবার শোন। কেস্‌টা হল সামান্য একটু সর্দি-জ্বর। আমি একটা মিকশ্চার দিয়েছিলাম—সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা মিকশ্চার, যা সবাই দেয়। ঐ ব্যাটা বোম্বেটে গিয়ে বললে, হ্যাঁঃ, হরনাথ ডাক্তারের আবার একটা ওষুধ! ও তো কেবল সিরাপ দিয়ে রুগী ভোলায়। ওর ওষুধ আমি ঘড়া ঘড়া খেয়ে ফেলতে পারি। এই না বলে, আমার সেই এক শিশি মিকশ্চার একেবারে ঢক ঢক করে গলার মধ্যে!

নীরেন—বলেন কি!

হরনাথ—শুধু তাই নয়। খেয়ে, ঐ শিশিতেই দিয়ে এসেছে ওর নিজের মিকশ্চার। ঝুনঝুনওয়ালাকে বুঝিয়েছে, এই ওষুধ যদি তোমার ডাক্তার একঢোকে খেয়ে ফেলতে পারে, তাহলে বুঝবো, সে ডাক্তার।

নীরেন—এ যে দেখছি একেবারে শরৎ চাটুয্যের 'বামুনের মেয়ে'।

হরনাথ—ঠিক বলেছ, এরকম ঘটনা ঐ নাটক নভেলেই

দেখা যায়। কিন্তু এ হতভাগা তাও ছাড়িয়ে গেছে। গিয়ে দেখি, আমার রুগীর হাঁদা মুখ হাঁড়ি হয়ে আছে। সোজা বলে দিলে, আমার দাওয়াই নাকি 'বিলকুল মিঠা পানি' আর ঐ ধরবাবু যা দিয়ে গেছে, সেইটাই 'আসলি দাওয়াই'। শুনে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠল, বুঝলে নীরেন? কিন্তু কী করবো, বাবা? হটে এলে পোজিশন থাকে না, অতদিনের একটা শাঁসালো ঘর হাত-ছাড়া হয়ে যায়।...(একটু থেমে) ওখান থেকে কোনো রকমে বেরিয়ে পড়েছিলাম। খানিকটা পথ আসতেই গা ঘুলিয়ে উঠল। হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। তুমি দেখতে পেয়েছিলে তাই। তা না হলে—

নীরেন—কী সর্বনাশ! কিন্তু ঐ মিকশ্চারের মধ্যে কী আছে কে জানে!

হরনাথ—কী আর থাকবে? গ্রেন পঞ্চাশেক কুইনাইন, আর একগাদা ম্যাগ্ সালফ্। এ ছাড়া ও আর জানেই বা কী?

নীরেন—তা হলেও আমি বলবো, ঐ ওষুধটা খাওয়া আপনার ঠিক হয়নি, কাকাবাবু।

হরনাথ—আহা, বুঝতে পারছ না, বদরিদাস ঝুনঝুনওয়ালা আমার তিন পুরুষের পেশেণ্ট। এক কথায়

ভাগিয়ে নিয়ে যাবে ঐ হতচ্ছাড়া, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো। তুমি মনে করো না, আমি এমনি ছেড়ে দেবো। ছাখনা ক'নম্বর মামলা চালাই। দরকার হলে supreme court পর্য্যন্ত আমাকে লড়তে হবে। My position, my position in danger. বুঝতে পারছ না?

নীরেন—কিন্তু মামলাটা হবে কী নিয়ে?

হরনাথ—কেন? Clear case of enticement.

নীরেন—Enticement!

হরনাথ—হ্যাঁ; Enticing away my patient of three generations by swallowing my medicine. তিন পুরুষ ধরে যারা আমার রুগী, এক শিশি ওষুধ গিলে খেয়ে তাদের ভাগিয়ে নিয়ে যাবে—এ কি সোজা ব্যাপার মনে কর?

নীরেন—তা বটে। কিন্তু—

[নীলিমার প্রবেশ। হাতে জলখাবারের ডিস। চাকরের হাতে চায়ের সরঞ্জাম]

আপনি!

নীলিমা—(মুখ টিপে হেসে) খুব অবাক হয়ে গেছেন, না?

হরনাথ—(নীরেনের প্রতি) তুমি ওকে চেন নাকি?

নীরেন—গীতশ্রী নীলিমা দেবীকে কে না চেনে এই শহরে? কিন্তু উনি যে আপনার মেয়ে—

হরনাথ—তা জানতে না। কি করে জানবে, বল? আসা যাওয়া তো নেই। এবার যখন দেখাশুনো হল, মাঝে মাঝে এসো। তুমি তো বাড়ির ছেলে। তোমার বাবা ছিলেন আমার নিজের দাদার চেয়েও আপনার। তুই ওকে জানলি কি করে, নেলী?

নীলিমা—কেন, সঙ্গীত-সঙ্ঘে।

হরনাথ—ও-ও, তুমিও বুঝি ঐ সঙ্ঘের মেম্বর?

নীলিমা—মেম্বর কি বলছ, উনিই ওখানকার সব।

হরনাথ—তাই নাকি!

নীরেন—মানে, ওঁরা যখন ফাংশন করেন, আমরা চেয়ার টেবিল টানি।

নীলিমা—আচ্ছা, এবার চট করে গলাটা ভিজিয়ে নিন তো। তারপর দেখা যাবে, চেয়ার টানেন না কী করেন। জানো বাবা, উনি শুধু গান-বাজনায় ওস্তাদ নন, তার সঙ্গে আর একটা গুণ আছে।

হরনাথ—কী?

নীলিমা—চমৎকার ম্যাজিক দেখান।

হরনাথ—বটে?

নীরেন—না না; উনি সব বাড়িয়ে বলছেন।

নীলিমা—বেশ তো; এখনই তার পরীক্ষা হয়ে যাক।

হরনাথ—হ্যাঁ ; তার আগে ঐ মিষ্টিটুকুন খেয়ে নাও।

[নীরেন খাবারের ডিসের দিকে তাকিয়ে এদিক ওদিক কি যেন খুঁজতে লাগল]

নীলিমা—ও কি ! কী খুঁজছেন ?

নীরেন—একটা ব্যাগ-ট্যাগ···

নীলিমা—ব্যাগ ! ব্যাগ কী হবে ?

নীরেন—(খাবারগুলো দেখিয়ে) এ সব ভরে নিতে হবে তো ?

নীলিমা—ওমা, এই কটা মিষ্টি আপনাকে ব্যাগে ভরবার জন্যে দিয়েছি ?

নীরেন—এমন ভালো ভালো জিনিসগুলো ফেলে যাবো ?

নীলিমা—ফেলেই বা যাবেন কেন ?

নীরেন—নিয়ে যেতেও দেবেন না, ফেলে যেতেও দেবেন না, বাকী যে কাজটা রইল, সে তো আমার দ্বারা সম্ভব নয়। মহাবীর ভীমসেনের সঙ্গে আমার দৈহিক মিল খানিকটা আছে, কিন্তু পৈটিক দিক দিয়ে কাছাকাছিও যেতে পারিনি।

হরনাথ—বল কি হে ? এই অবস্থা হয়েছে নাকি তোমাদের ? এই সামান্য কটা সন্দেশ নিয়ে মহাবীর মধ্যম পাণ্ডবকে ধরে টানাটানি করছ ! আমরা তো এখনো সশরীরে বর্তমান।

নীরেন—(বিস্মিত কণ্ঠে) আপনারা, মানে আপনি !

হরনাথ—হ্যাঁ, এই আমি। সাক্ষী তোমার সামনেই হাজির। সন্ধ্যেবেলা call-টল সেরে ওপরের বারান্দায় গিয়ে যখন বসি, এ রকম খানতিনেক থালা তো আমার রোজকার বরাদ্দ। কি বলিস নেলী, তাই না?

নীলিমা—একটু বিনয় হল বাবা। একগণ্ডা বললেই ঠিক বলা হত।

হরনাথ—ঐ শোন। ঐ সময়টা ওকে মোতায়েন থাকতে হয় কি না? কোনদিন একহাত সেতার বাজায়, কোনদিন দু-একখানা ভজন কিংবা রবীন্দ্র সঙ্গীত।

নীরেন—(যেন মস্ত বড় একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, এমনি ভাবে) ও, তাই বলুন। এ আর এমন কি হল?

হরনাথ—কি রকম?

নীরেন—সন্দেশের সঙ্গে কতখানি টনিক পেটে যাচ্ছে, তা তো এতক্ষণ বলেন নি।

হরনাথ—টনিক!

নীরেন—টনিক বৈকি? সবচেয়ে বড় হজমি টনিক, যেটা আপনার ডাক্তারি শাস্ত্র আজও আবিষ্কার করতে পারে নি, হয়তো কোনোদিন পারবে না, সেটা হচ্ছে ঐ সুর, যাকে আমরা বলি music.

যে-সে music নয়, কার হাত, কার গলা থেকে সেটা আসছে, তাও দেখতে হবে। ওরই জোরে থালার পর থালা সন্দেশ জল হয়ে যায়। আপনি জানতেও পারেন না।

হরনাথ—(উচ্চহাস্য) তোমার থিওরিটা দেখছি চমৎকার। তাহলে টনিকের ব্যবস্থা কর নেলী। ততক্ষণ তুমিও শুরু করে দাও।

নীরেন—বেশ; টনিকের ভরসা যখন পেলাম, তখন আর আপত্তি নেই।

[খেতে শুরু করল]

নীলিমা—কিন্তু টনিকের জোরে যদি ক্রমাগত সন্দেশ জল হতে থাকে, আমি যে মুস্কিলে পড়ে যাবো, বাবা।

নীরেন—না, সে বিষয়ে অভয় দিচ্ছি। মিষ্টান্নের বদলে মিষ্টিকণ্ঠ পরিবেশন করলেই চলবে।

হরনাথ—বাস্। তাহলে আর ভাবনা কি? হারমোনিয়মটা আনতে বলে দিই। (উচ্চকণ্ঠে) পটলা, ওরে পটলা…

[নেপথ্যে—যাই বাবু]

নীলিমা—এইখানে বসে গাইব নাকি?

হরনাথ—দোষ কি?

[নীলিমা নিরুত্তর। চোখ তুলে তাকাল পাশের বাড়ির দিকে]

ও, তুই বুঝি ঐ হতভাগাদের কথা ভাবছিস? (মুখের ভাব কঠিন হয়ে গেল) তুই মনে করিস ওদের ঐ howling আমি গ্রাহ্য করি?

[পটলার প্রবেশ]

যাতো পটলা, দিদিমণির হারমোনিয়মটা নিয়ে আয়।

[পটলার প্রস্থান]

জানো নীরেন, মেয়েটা যখন একটুখানি গান বাজনা নিয়ে বসে, ঐ ছুঁচোর গুষ্ঠী ফেটে মরে হিংসেয়। তারপরেই ঐ হেঁড়ে-গলা ছোঁড়াটা ভ্যা-ভ্যা শুরু করবে। কী? না, recitation হচ্ছে। ওদের স্রেফ অগ্রাহ্য করতে হবে! কী বল? Let the dogs bark.

নীরেন—নিশ্চয়ই। ভদ্রতা জ্ঞান যাদের নেই, তাদের ignore করাই উচিত।

[হারমোনিয়ম নিয়ে পটলের প্রবেশ এবং টেবিলের উপর রেখে প্রস্থান]

তাহলে হোক একখানা। কাকাবাবুর পক্ষেও এটা বিশেষ প্রয়োজন। সুকণ্ঠের গান শুধু হজমী টনিক নয়, রীতিমত healing balm.

হরনাথ—খাসা বলেছ। সত্যিই ওটা healing balm.

নীলিমা—(হারমোনিয়মে সুর দিয়ে) কী গাইব?

নীরেন—গায়িকার যা অভিরুচি।

হরনাথ—আমারও সেই মত। গান কখনো ফরমাস করতে নেই। যে গাইবে, তার ওপরেই ছেড়ে দিতে হয়।

[নীলিমার গান। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় হঠাৎ—]

হরনাথ—(পেট চেপে ধরে) উঃ—

[তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন]

নীলিমা—(হারমোনিয়ম ফেলে ছুটে গিয়ে) কী হল, বাবা ?

হরনাথ—কিছু নয়, মা। পেটটা বড্ড ··

[নীলিমা হাত ধরল]

নীরেন—আমি একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসছি।

হরনাথ—না না ; ডাক্তার কী হবে ? It is that mag sulph, that mag sulph. ব্যাটা বোম্বেটে শয়তান···উঃ—

[বেগে ভিতরের দিকে প্রস্থান। নীলিমাও ছুটল সেই সঙ্গে। নীরেন ব্যস্তভাবে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক করে ওদের অনুসরণ করল।]

তৃতীয় দৃশ্য

দুবাড়ির সামনেকার রাস্তা। একতলা বাড়ির ভিতর থেকে বই হাতে কলেজগামী অশোকের প্রবেশ।

অশোক—লোকটা কে ? একেবারে গদগদ হয়ে বেরিয়ে গেল ! একেই বলে কপাল। কোথাকার কে ;

উড়ে এসে জুড়ে বসে গেল। আর আমি শর্মারাম তিন হাত দূরে পাশের বাড়িতে বসে মাসের পর মাস কত কষ্ট করে গোটা চয়নিকাটাই আউড়ে দিলাম। কী জুটল তার বদলে? কালে ভদ্রে একটুখানি দৃষ্টি-প্রসাদ। ব্যস্। দু মিনিট নিভৃতে কোথাও বসে দুটো কথা—

[দোতলা বাড়ির ভিতর থেকে বই হাতে নীলিমার প্রবেশ]

এই যে বেরিয়েছে। ঈস! কী গম্ভীর আর কত ব্যস্ত! একবারটি এদিকে ফিরে তাকালেও কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

[নীলিমা খানিকটা এগিয়ে যেতেই, অশোক তার রুমালখানা রাস্তায় ফেলে দিল। তারপর একটু কেশে—]

দেখুন, শুনছেন?

নীলিমা—(ফিরে দাঁড়িয়ে) আমাকে বলছেন?

অশোক—আজ্ঞে; আপনার রুমালখানা পড়ে গেল।

নীলিমা—কৈ, না। রুমাল তো আমার হাতেই আছে।

অশোক—ও-ও। তাই নাকি? তাহলে ওটা অন্য কারো হবে। কিছু মনে করবেন না।

[রুমালটা তুলে নিয়ে ঝেড়ে নিজের পকেটে রাখল। নীলিমা অলক্ষ্যে একটু মুখ টিপে হেসে, যাবার জন্যে পা বাড়াল]

অশোক—আপনি যাচ্ছেন?

নীলিমা—কেন, আর কিছু বলবেন?

অশোক—না, বিশেষ কিছু নয়। মানে, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, ভাবছিলাম!

নীলিমা—কী, বলুন।

অশোক—মানে, ঐ ভদ্দরলোকটি, আপনাদের বারান্দায় যিনি বসেছিলেন, উনি আপনাদের কে হন?

নীলিমা—কেন বলুন তো? ওঁকে আপনার কিছু দরকার আছে নাকি?

অশোক—না, দরকার ঠিক নেই। এমনিই জানতে চাইছিলাম।

নীলিমা—ওঁর বাবা আমার বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

অশোক—ও-ও। আমি মনে করেছিলাম, আপনাদের কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

নীলিমা—কেন? সে কথা মনে হল যে?

অশোক—আপনি ওকে গান শোনাচ্ছিলেন কিনা: তাই।

নীলিমা—ও, আপনি বলতে চান, আত্মীয় ছাড়া আর কাউকে গান শোনাতে নেই।

অশোক—তা ঠিক নয়। তবে কিনা, আর কেউ যদি বলে আমাকে একটা গান শোনান, তাহলে কি আর গাইবেন?

নীলিমা—আর কেউ মানে?

অশোক—মানে, এই ধরুন, আমিই যদি বলি, আপনি

নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবেন। হয়তো কড়া কড়া কথাই শুনিয়ে দেবেন দুটো।

[নীলিমা চলতে উদ্যত]

এ কি! আপনি চললেন ?

নীলিমা—কি করবো ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের নিন্দে শুনতে হলে যতখানি ধৈর্য দরকার, তা আমার নেই।

অশোক—নিন্দে ! আমি আপনার নিন্দে করলাম ?

নীলিমা—না ; তবে মুখের ওপর শুনিয়ে দিলেন, আমার মেজাজ ভয়ানক খারাপ।

অশোক—আজ্ঞে, সে কথা তো আমি বলিনি।

নীলিমা—ঠিক ঐ কথাটা হয়তো উচ্চারণ করেন নি। তবে, যা বলেছেন, তার মানে ঐ দাঁড়ায়।

অশোক—আপনি বিশ্বাস করুন, কথাটা ঠিক ঐ অর্থে আমি বলিনি। আমি বলতে চেয়েছিলাম—

নীলিমা—যে, শুধু কড়া মেজাজ নয়, আপনার মতে আমি অত্যন্ত সেকেলে, একেবারে পরদানশিন, গান গাইতে বললে তেড়ে উঠি, কথা বলতে এলে রুখে যাই, এই তো ? বেশ তাই যদি আপনার ধারণা, রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আমার এতটা সময় নষ্ট করবার কী দরকার ছিল ?

অশোক—আপনি আমাকে সত্যিই ভুল বুঝেছেন, মিস্ কর। আপনাকে আমি কী চোখে দেখি, সে শুধু আমার

অন্তর্যামীই জানেন। আপনি হয়তো মনে করবেন, এ আমার স্পর্ধা, এ শুধু, Shelly যাকে বলেছেন, desire of the moth for the star. তবু ভেবেছিলাম সব কথা আপনাকে খুলে বলবো। কিন্তু তার সুযোগ—বাই দি বাই, আমার একটা প্রার্থনা আছে আপনার কাছে।

নীলিমা—প্রার্থনা !

অশোক—হ্যাঁ ; এবং সেটা আপনাকে শুনতেই হবে। বলুন, শুনবেন ?

নীলিমা—কি মুস্কিল ! না জানলে কি করে বলি ?

অশোক—আমার প্রার্থনা অতি সামান্য। আপনাদের প্রফেসর গাঙ্গুলীর উদ্যোগে ছেলেদের আর মেয়েদের কলেজ মিলে যে থিয়েটার হচ্ছে, তাতে আপনাকে হিরোইনের রোল্-এ নামতে হবে।

নীলিমা—হিরোইন ! সর্বনাশ, আমি তো আপনার মত অভিনয় করতে জানি না।

অশোক—কে বলে, জানেন না ? একবার যদি সীতার বেশে স্টেজে এসে দাঁড়ান,—

নীলিমা—মাপ করবেন। আমি নিজের বেশেই চলতে চাই, ছদ্মবেশ পছন্দ করি না।

অশোক—না, না ; ঠাট্টা নয়, মিস্ কর, সীতার পার্ট আপনাকে নিতেই হবে।

নীলিমা—আপনি বুঝি রাম ?

অশোক—(বিগলিত ভাবে) হ্যাঁ, হ্যাঁ। কি করবো সবাই মিলে চাপিয়ে দিল।…আপনি রাজী তো ?

নীলিমা—(উদাস ভাবে) দেখি যদি নামি, ঊর্মিলা কিংবা ঐ রকম একটা কিছু নেবো।

অশোক—(হতাশ স্বরে) ঊর্মিলা ! কিন্তু ঊর্মিলার সঙ্গে তো রামের কোনো সিন নেই।

নীলিমা—নাই বা রইল। তাতে কী হয়েছে ?

অশোক—(অধীর ভাবে) কী হয়েছে ! কেমন করে বোঝাবো আপনাকে…

নীলিমা—থাক, আর বুঝিয়ে দরকার নেই। তার চেয়ে অনেক বেশী দরকারী খবর, কলেজের প্রথম ঘণ্টার পনের মিনিট এইখানেই মাটি হল।

অশোক—তা হোক। কিন্তু আমার জীবনের সেই পনেরটি মিনিট ভরে রইল সার্থকতায়।

নীলিমা—ঐ দেখুন, কে আসছে। রুগী-টুগী হবে হয় তো। বাবা যদি হঠাৎ বেরিয়ে পড়েন, সার্থকতার আর সীমা থাকবে না।

অশোক—তা যা বলেছেন। সে বিষয়ে এ পক্ষও কম যাবেন না।

[নীলিমা চলতে উদ্যত]

শুনুন ; ছুটির পরে গেটের সামনে একটু দাঁড়াবেন। কেমন ?

নীলিমা—কেন ?

অশোক—আপনার পার্ট সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতাম।

[নীলিমা নীরব]

থাকছেন তো ?

নীলিমা—(মাথা নেড়ে) জানিনা।

[উভয়ের মুখে অর্থপূর্ণ হাসি। বিপরীত দিকে প্রস্থান। একটি রোগীর প্রবেশ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুটো সাইন বোর্ড লক্ষ্য করল এবং একবার এবাড়ি আরেকবার ওবাড়ির দিকে তাকাল। খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে—]

রোগী—ডাক্তারবাবু আছেন ?…ডাক্তারবাবু ?

হরিনাথ—(ভিতর থেকে) কে ?

হরনাথ—(ভিতর থেকে) কে ?

[নিজ নিজ বারান্দায় দুই ডাক্তারের আবির্ভাব। হরিনাথের হাতে হুঁকো, কাঁধে গামছা, হরনাথের হাতে সাবান মাথা দাড়ি কামাবার ব্রাশ, মুখে সাবান]

হরিনাথ—কাকে খুঁজছেন ?

রোগী—আজ্ঞে, ডাক্তারবাবুকে খুঁজছিলাম।

হরনাথ—আসুন, এই বাড়ি।

হরিনাথ—আমি ডাক্তারবাবু। উঠে আসুন।

[লোকটি এদিক ওদিক করতে লাগল]

হরিনাথ—কী হল ? কার অসুখ, আপনার ?

রোগী—আজ্ঞে না।

[ভয়ার্ত চোখে দুজনের দিকে তাকাল]

হরনাথ—অন্য কারো বুঝি? কী অসুখ?

হরিনাথ—কোথায় থাকেন আপনি?

হরনাথ—ওপরে এসে বসুন। এই দিক দিয়ে—

[লোকটি সেদিকে পা বাড়াতেই]

হরিনাথ—(ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হরনাথের প্রতি) What is this? Why are you taking away my patient?

হরনাথ—(ব্যঙ্গ স্বরে) Excuse me, sir, the patient is mine.

হরিনাথ—কখ্‌খনো না।

হরনাথ—বেশ, ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক। আপনি কোন্ বাড়িতে এসেছিলেন মশাই?

রোগী—আজ্ঞে আসিনি।

হরনাথ—আসিনি মানে?

রোগী—মানে, যাচ্ছিলাম।

হরনাথ—'ডাক্তারবাবু' 'ডাক্তারবাবু' বলে ডাকাডাকি করছিলেন কেন?

রোগী—অন্যায় করেছি। এ রকমটা জানলে কি আর ডাকি? এই ঘাট মানছি।

[দু কানে হাত দিল]

হরিনাথ—Now see! আমার পেশেন্টটা কি রকম ভড়কে গেছে।

হরনাথ—আজ্ঞে পেশেণ্টটি আমার, আপনিই তাকে ভড়কে দিয়েছেন।

হরিনাথ—আমি ভড়কে দিয়েছি ?

হরনাথ—হ্যাঁ ; শুধু ভড়কে দেওয়া নয়, ভাগিয়ে নেবার চেষ্টা।

[রোগীর চুপিচুপি প্রস্থান]

হরিনাথ—What ! আমি রুগী ভাগিয়ে নিই ?

হরনাথ—নাওনা ? ঝুনঝুনওয়ালার বাড়ি গিয়ে জুটেছিলে কী করতে ?

হরিনাথ—মিথ্যাবাদী !

হরনাথ—জোচ্চোর !

হরিনাথ—মুখ সামলে কথা বলো।

হরনাথ—তুমি মুখ সামলাও। নয়তো সোজা করে দেবো।

হরিনাথ—তবে রে, দেখি কে কাকে সোজা করে।

[এগিয়ে এসে হুঁকো বাগিয়ে আক্রমণের উদ্যোগ। হরনাথও রুখে এলেন শেভিং ব্রাস নিয়ে। এমন সময় বাণীবাবু ও দুজন ভদ্রলোকের প্রবেশ]

বাণীবাবু—আহা-হা-হা। আবার শুরু করেছ ? তোমাদের জন্যে দেখছি পাড়ায় পিটুনি পুলিশ বসাতে হবে।

[ভদ্রলোকেরা এগিয়ে গিয়ে দুজনকে দুদিক থেকে ধরে ফেললেন। তখন হরিনাথের মুখে এসেছে সাবান, আর হরনাথের মাথায় গিয়েছে হুঁকোর জল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তারা গজরাতে লাগলেন।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শহরের বাইরে, লোকালয় থেকে কিছু দূরে, নির্জন নদীর ধার। আশেপাশে গাছপালার আড়াল। তারই একটা নিভৃত কোণ বেছে নিয়ে অশোক ও নীলিমা ঘন হয়ে বসে আছে। সময়—সন্ধ্যার কাছাকাছি। পরিবেশটি এমন, যেখানে কিছু না বলেও অনেক কথা বলা যায়।]

নীলিমাই নীরবতা ভঙ্গ করল। হঠাৎ চারদিক তাকিয়ে ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকার লক্ষ্য করে বলে উঠল—

নীলিমা—চল, এবার উঠি। বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

অশোক—হলই বা। জলে তো আর পড় নি।

নীলিমা—বাবার জেরার মুখে পড়ার চেয়ে জলে পড়া অনেক সহজ। রোজ রোজ কত মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলতে হয় জানো ?

অশোক—সে তো আমাকেও হয়। তার মধ্যে বেশ একটা মধুর রোমাঞ্চ আছে।

নীলিমা—রোমাঞ্চ !

অশোক—সৃষ্টির রোমাঞ্চ। যা ঘটে নি তাকে আমার মনের মত করে রূপ দেওয়া। তাই আমার কাছে সত্যের চেয়ে মিথ্যার দাম বেশী। প্রথমটায় আমার কোনো হাত নেই, দ্বিতীয়টা আমার নিজের রচনা।

নীলিমা—সে বিদ্যায় তোমার জোড়া নেই, তা জানি। আমার বাপু ওসব আসে না।

অশোক—আচ্ছা, তোমার যে-সব আসে, যে-বিদ্যায় তোমারও জোড়া নেই, তাই এবার হোক।

নীলিমা—সেটা আবার কী!

অশোক—বুঝলে না? একখানা গান।

নীলিমা—ওমা! ভূমিকা দেখে ভাবছিলাম, কী যেন একটা বলবে! গান তো আজ সকালেই শুনেছ। আবার কেন!

অশোক—সকালে! কোথায়?

নীলিমা—বাঃ, আমি যখন আমার ঘরে বসে গাইছিলাম ওদিকের জানালায় দাঁড়িয়ে শুনছিল কে? আমি বুঝি দেখতে পাই নি?

অশোক—আহা, ও তো লুকিয়ে, চুরি করে শোনা। ওতে মন ভরে না, শুধু লোভ বাড়ে। মনে হয়, অন্য লোকে আরাম করে ভোজ খাচ্ছে, আর আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে জিভ চাটছি।

নীলিমা—(খিল খিল করে হেসে উঠল) হ্যাংলা কোথাকার!

অশোক—এখানে ভোক্তা আমি একা, ভাগ বসাবার কেউ নেই। অতএব শুরু হোক পরিবেশন।

[নীলিমা গান ধরল। রবীন্দ্র সঙ্গীত। শেষ হবার পর দুজনে কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল। হঠাৎ পেছনে কাশির শব্দ শুনে দুজনেই সচকিত হয়ে উঠল এবং পরস্পরের সান্নিধ্য থেকে খানিকটা সরে বসল। পরক্ষণেই নীলিমা উঠে দাঁড়াল]

নীলিমা—সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এবার ওঠো।

অশোক—(অনিচ্ছাভরে উঠে) লোকটা কি বেরসিক !

নীলিমা—রাগ করলে চলবে কেন? জায়গাটা তো তুমি কিনে রাখ নি যে আর কেউ আসতে পারবে না।

অশোক—তাই বলে ঠিক সময় বুঝে—(হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে ভয়-মেশানো চাপা গলায়) নীলা !

নীলিমা—কী হল !

অশোক—তুমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও, আমি একটু পেছনে আসছি।

নীলিমা—(ভীত কণ্ঠে) কেন, চেনা লোক নাকি ?

অশোক—(ফিস্‌ফিস্ করে) বাণীবাবু।

নীলিমা—কোন্ বাণীবাবু ?

অশোক—আহা, চিনতে পারছ না ! বাণী দত্ত।

নীলিমা—মাঝের পাড়ার দাদু ! কী সর্বনাশ !

[পা টিপে টিপে নীলিমার প্রস্থান। বাণীবাবুর প্রবেশ। অশোক সরে পড়ার আয়োজন করছিল]

বাণী—কে ?

অশোক—(হঠাৎ থেমে) আজ্ঞে, আমি।

বাণী—'আমি' তো সর্বনাম, সব নামেতেই বসে। বিশেষ্যটি কে? (একটু এগিয়ে এসে) অশোক না?

অশোক—আজ্ঞে।

বাণী—এখানে কী করছ এই রাত্তির বেলা?

অশোক—এই, একটু হাওয়া খাচ্ছিলাম। এমন সুন্দর নির্জন নদীর ধার!

বাণী—তা যা বলেছ। সেদিক থেকে আদর্শ স্থান, একেবারে নিরাপদ।

অশোক—আপনি এখানে কী মনে করে, দাদু?

বাণী—মনে কিছুই না করে। এমনিই। মতলব-টতলব কিছু নেই।

অশোক—একা একা, এতটা পথ—

বাণী—কি করবো, বল? আমাদের তো এটা একা বেড়াবারই বয়স। কিন্তু তুমি যে হঠাৎ একা পড়ে গেলে।

অশোক—(অপ্রস্তুত হয়ে) কী বলছেন?

বাণী—বলছি, ওটি কে?

অশোক—কার কথা জিজ্ঞেস করছেন?

বাণী—ঐ যে, তোমার সঙ্গে যাকে দেখলাম।

অশোক—ও, ও আমার বোন, কোলকাতা থেকে এসেছে।

বাণী—বোন! কী রকম বোন?

অশোক—মাসতুতো বোন।

বাণী—মাসতুতো! দাঁড়াও, তার মানে, তোমার মায়ের বোনের মেয়ে। কিন্তু তোমার মা তো বিপিন বিশ্বাসের একমাত্র মেয়ে।

অশোক—ও হো, আমি বলতে ভুল করেছি। মাসতুতো নয়, পিসতুতো বোন।

বাণী – পিসতুতো! তোমার আবার পিসী এল কোত্থেকে? মহিমদাদা, মানে তোমার ঠাকুর্দার তিনটিই ছেলে—ভোলানাথ, লোকনাথ আর হরিনাথ। মেয়ে মোটে হয়ই নি।

অশোক—হয়েছিল একটি। ছেলে বেলায় মারা গেছে।

বাণী—ও, ঐ মেয়েটি বুঝি তার পরে জন্মেছে?

অশোক—না, মানে—

[মাথা চুলকোতে লাগল]

বাণী—থাক; এখন যাও। ছেলেমানুষ; একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পাবে।

[আশোকের প্রস্থান এবং পরক্ষণেই পুনঃপ্রবেশ]

কী হল!

অশোক—(পায়ের ধুলো নিয়ে) আপনাকে প্রণাম করতে ভুলে গেছি, দাদু।

বাণী—এটা কি ঘুস নাকি?

[কোনো উত্তর না দিয়ে, জিভ কেটে মাথা চুলকোতে চুলকোতে অশোকের দ্রুত প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

হরনাথের বাইরের ঘর। রুগী দেখবার ঘরও বটে। মাঝখানে একটা গোল টেবিল, চারদিকে দু-তিনখানা চেয়ার পড়ে আছে। একটাতে বসে হরনাথ একমনে লিখছেন। পরণে বাইরে বেরোবার পোষাক, গলায় স্টেথিস্কোপ, টেবিলের উপরে ডাক্তারি ব্যাগ। সামনের দিকে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক কুণ্ঠিতভাবে বসে আছেন।

পাশের দিকে হরিনাথের বাড়ির একাংশ (অশোকের ঘরের জানালা সমেত) দেখা যাচ্ছে।

হরনাথ—(কাগজটা এগিয়ে ধরে) এই নিন। একটা মিক্শ্চার রইল, দিনে তিনবার করে। আর পাউডারটা রাত্রে শোবার আগে খেয়ে নেবে। দুদিন পরে খবর দেবেন, কেমন থাকে।

ভদ্রলোক—(প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে) অসুখটা কী, ডাক্তারবাবু ?

হরনাথ—অসুখ সারা নিয়ে কথা। তার নাম জেনে আপনার কী লাভ ?

ভদ্রলোক—তা তো অবিশ্যিই। তবু একবার জানতে ইচ্ছে হয়। আমাদের কালে তো এসব কিছু ছিল না। জোয়ান ছেলে। জ্বরজারি নয়, পেটের গোলমাল নয়, বুকে কোন দোষ নেই ; অথচ দিন দিন

শুকিয়ে কাঠি। আর কেবল বলছে, ভালো লাগে না। আরে মর, কেন ভালো লাগে না, বলবি তো ?

হরনাথ—ও নিজেই জানে না, তা বলবে কি ? এসব হচ্ছে যুগ-ব্যাধি। ও আপনি বুঝবেন না। যাক, এই ওষুধটা খাইয়ে দেখুন, আর যত শীগগির পারেন বিয়েটা দিয়ে দিন।

ভদ্রলোক—সে চেষ্টা কি আর না করছি ? তাও আবার জিদ ধরে বসে আছে—বিয়ে করবো না।

[হরনাথ মাথা নাড়তে লাগলেন]

কোন দিকে যাই বলুন। যাক, দোকান ফেলে এসেছি। এবার উঠি। (ট্যাঁক থেকে ফী-এর টাকা হরনাথের হাতে দিলেন। যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ কি খেতে দেবো ?

হরনাথ—যা খেতে পারে। তবে ভাতটা কম করে দেবেন।

ভদ্রলোক—ভাতের বদলে রুটি খাবে ?

হরনাথ—দিতে পারেন দু-একখানা। মাছ, মাংস, দুধ, ছানা, ডিম, ফল—এইগুলো বাড়িয়ে দিন।

ভদ্রলোক—ওর কোনোটাই তো ছোঁয়া যায় না। যাক, আপনি যখন বলছেন—

[প্রস্থানোদ্যোগ]

হরনাথ—হ্যাঁ; বাঁধা কপির বুড়ো পাতা কাঁচা খেতে দেবেন।

ভদ্রলোক—বুড়ো পাতা! খেয়ে আবার পেটের অসুখ করবে না তো?

হরনাথ—করে, তখন আসবেন আমার কাছে। (ভদ্রলোকের হতভম্ব অবস্থার দিকে চেয়ে) বড়বাজারে গেছেন কখনো? কোলকাতায়?

ভদ্রলোক—তা গিয়েছি বৈ কি! মালপত্তর কিনতে যেতে হয় মাঝে মাঝে।

হরনাথ—রাস্তায় যে-সব ষাঁড় ঘুরে বেড়ায়, দেখেছেন?

ভদ্রলোক—ও বাবা! একেবারে পেল্লায় ষাঁড়। একবার একটা আমাকে প্রায় পেড়ে ফেলেছিল।

হরনাথ—সব ঐ বাঁধা কপির বুড়ো পাতা। আপনারা নেন না বলে দোকানীরা ফেলে দেয়, ওরা কুড়িয়ে খায়। ষাঁড়ের বুদ্ধি বলে যতই ঠাট্টা করি আসলে ওরা মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান। অত ভিটামিন আর কিছুতে নেই।

[রাস্তার দিক থেকে বাণীবাবুর প্রবেশ]

বাণী—হরনাথ আছ নাকি হে?

হরনাথ—আজ্ঞে, আছি। আসুন।

ভদ্রলোক—আমি তা হলে এখন যাই, ডাক্তারবাবু।

[হরনাথ মাথা নাড়লেন। ভদ্রলোকের প্রস্থান]

হরনাথ—(বাণীবাবুকে বসতে সাহায্য করে) আপনার হাঁটুর ব্যথাটা কি যায় নি এখনো ?

বাণী—যাবার তো কথা নয়। এ বয়সে যিনি আসবেন, তারই মৌরসি পাট্টা।

হরনাথ—কে বললে ? বাতের খুব ভালো ইনজেকশন বেরিয়েছে আজকাল বলেন তো একটা কোর্স—

বাণী—রক্ষে কর বাপু। বেঁচে থাক আমার ত্রিলোচন কবিরাজ আর তার দুর্গন্ধ মালিশ। এই বুড়ো হাড়ে তোমাদের ফোঁড়াফুড়ি সইবে না।

হরনাথ—(হেসে) একটু চা চলবে তো ?

বাণী—আপত্তি কি ? চা-ই তো কলিযুগের অমৃত।

হরনাথ—যা বলেছেন। (সুর চড়িয়ে) ওরে নেলী ·· নীলিমা···

[নেপথ্যে—যাই বাবা]

দেখে যা কে এসেছেন।

[নীলিমার প্রবেশ]

নীলিমা—(খুশির সুরে) দাদু !

[এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিল]

বাণী—(পিঠে হাত রেখে) এসো, দিদি।

হরনাথ—শোন, দাদুর জন্য বেশ ভাল করে এক কাপ চা।

বাণী—ভাল করে নয়, বেশ কড়া করে। তোর ঠাকুমার রাজত্বে ওটি হবার যো নেই। দুধের সরবৎ খেয়ে নাড়ি পচে গেল।

নীলিমা—ও, তাই বুঝি তাঁকে লুকিয়ে—। দাঁড়ান, আমি ঠাকুমাকে গিয়ে বলে দেবো।

বাণী—তা দিস। দুটো বকুনি খেতে হবে তো? সে-সব গা-সওয়া হয়ে গেছে।

হরনাথ—কাকীমা আছেন কেমন?

বাণী—যেমন থাকতে হয়। ঘাড়ে ব্যথা, বুকে ধড়ফড়ানি, গলায় অম্বল।

হরনাথ—কি মুসকিল! একটা খবরও তো কই দেন নি? দু-চার ডোজ ওষুধ খেলেই সেরে যেত।

বাণী—কিচ্ছু দরকার নেই। ঐ বেশ আছে। বুড়ো বয়সে ব্যাধিই হল মানুষের অবলম্বন। ঐগুলো নেড়ে-চেড়ে কোনমতে দিন কেটে যায়।

[হরনাথ ও নীলিমা হেসে উঠল]

নীলিমা—বসুন, আমি চা নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান]

বাণী—তোমাকে বুঝি বেরোতে হবে? মালাটা যখন গলায় তুলেছ—

হরনাথ—একটা জরুরী কল্ ছিল।

বাণী—বেশ তো। তাহলে আর দেরি করছ কেন?

হরনাথ—আপনি চা খান। নেলীর দু-একটা গান শুনুন। বেশ ভালো গাইতে শিখেছে মেয়ে। আপনি তো কখনো শোনেন নি।

[ব্যাগ হাতে প্রস্থান। নীলিমার প্রবেশ। হাতে চায়ের পেয়ালা]

বাণী—(চা খেতে খেতে) তোর বাবা বলছিল, মেয়ের গান শুনে যান; কোনদিন তো শোনেন নি? আমি যে সেদিন ফাঁকতালে শুনে নিয়েছি, সেটা আর বললাম না।

নীলিমা—(চমকে উঠে) কবে, কোথায় শুনলেন!

বাণী—আহা! ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি কাউকে বলবো না। বোস, ওখানে। শুনি, কি ব্যাপার। (নীলিমা বসবার পর) কদ্দূর এগিয়েছ তোমরা? তোমাদের অজকালকার ভাষায় যাকে বলে মন দেওয়া-নেওয়া—সে-সব হয়ে গেছে? (নীলিমা নিরুত্তরে মাথা নীচু করে রইল। মুখে মৃদু হাসি) বুঝলাম। কিন্তু শেষরক্ষা হবে কি করে, তাই ভাবছি। দু তরফের দুই বাপকে সামলাবে কে?

নীলিমা—আপনি?

বাণী—আমি! আমার লাভটা কি শুনি?

নীলিমা—(উঠে এসে মাথায় হাত দিয়ে) অনেক পাকা চুল তুলে দেবো।

বাণী—বড্ড উপকার করবে আমার! দু-চার গাছা যা আছে, তাও ফাঁক। ঠক বাছতে গাঁ উজড়।··· আচ্ছা, আজকের মত উঠি। (নীলিমার মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া লক্ষ্য করে) কী হল! অত সহজে মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? দেখি কদ্দূর কি করা যায়।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

পাড়ার থিয়েটার হল। একদিকে রঙ্গমঞ্চ; ড্রপ পড়ে আছে। তার সামনে দর্শকদের বসবার আসন। অনেকে এসে বসেছেন, অনেকে আসছেন। গুরুপদ বিশিষ্ট দর্শকদের অভ্যর্থনা করে বসিয়ে দিচ্ছেন।

[মেয়েদের কলেজের তরুণী অধ্যাপিকা মিস সোমা গাঙ্গুলীর প্রবেশ।]

গুরুপদ—এই যে মিস্ গাঙ্গুলী এসে পড়েছেন। দেরি দেখে ভাবছিলাম, খবর দেবো কি না।

মিস্ গাঙ্গুলী—দেরি কোথায়! (হাতঘড়ি দেখে) পুরো আধ-ঘণ্টাও হয় নি। সব গোছগাছ করে রেখে তবে তো গিয়েছি। জামা কাপড়টা বদলাতে হবে না?

গুরুপদ—কি জানেন? আপনি না থাকলেই আমরা কেমন অসহায় বোধ করি। সত্যি, এ কদিন থেকে

যা করছেন তার তুলনা নেই। আপনার কাছে আমরা কত যে কৃতজ্ঞ!

মিস্ গা—কেন বলুন তো?

গুরুপদ—আমাদের শহরে ছেলেরা আর মেয়েরা মিলে একসঙ্গে অভিনয় করছে, এটা আমরা ভাবতেই পারতাম না। এ শুধু আপনার ঐকান্তিক চেষ্টাতেই সম্ভব হল।

মিস্ গা—ও কিছু না। তারজন্যে কৃতজ্ঞ হবার কী আছে? এ তো সর্বত্র হচ্ছে আজকাল।

[বাণীবাবুর প্রবেশ]

গুরুপদ—এই যে বাণীদাও এসে গেছেন দেখছি। আসুন, মিস্ গাঙ্গুলীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয় নি?

বাণী—হয়েছে বৈ কি! সেটা আর-এক দিকের পরিচয়। অধ্যাপিকা হিসাবে। আজ আবার অন্য একদিক দেখবো বলে এলাম। (হাতের প্রোগ্রামটা পড়ে) নাট্য-পরিচালনায় অধ্যাপিকা কুমারী সোমা গাঙ্গুলী, এম. এ.।

মিস্ গা—আর বলবেন না ওঁদের কাণ্ড! ভারী তো পরিচালনা, তা আবার ঢাক ঢোল পিটিয়ে জানাতে হবে। যাকগে, আপনি কেমন আছেন বলুন। সেই হাঁটুর ব্যথাটা—

বাণী—পালিয়েছে। নতুন যোগের টানে আমার পুরনো বাত বাতিল হয়ে গেল।

মিস্ গা—খুব ভালো কথা। কিন্তু নতুন যোগ কাকে বলছেন আপনি ?

বাণী—কেন, এই নারী-পুরুষের সহযোগ ? আমাদের কালে তরুণ-তরুণীর মধ্যে 'সহ' বলে কিছু ছিল না, ছিল একটি অসহ প্রাচীর। সেইটি ডিঙোবার জন্যে কী আকুলি বিকুলিই না করেছি আমরা !

মিস্ গা—তাই নাকি ?

বাণী—অবিশ্যি আমি এক-তরফের কথা বলছি। ও-তরফের খবর পাব কেমন করে। মাঝখানে যে চাইনিজ ওয়াল। কালের হাওয়ায় আজ তা আপনিই ভেঙে পড়ে গেছে।

গুরুপদ—এখনো কিছুটা দাঁড়িয়ে আছে।

বাণী—কই আর আছে ? এখন তারা ইস্কুল কলেজে সহপাঠী, আফিস-আদালতে সহকর্মী, বাস্-এ ট্রামে সহযাত্রী। যেটা বাকী ছিল, তাও আজ আপনার কল্যাণে দেখতে পাব—সহ-অভিনয়। তাই তো ছুটে এলাম।

[ডাক্তার হরিনাথ ধরের প্রবেশ]

গুরুপদ—এই যে আসুন ডাক্তারবাবু। আপনাদের পরিচয়

করিয়ে দিই। প্রফেসর মিস্ গাঙ্গুলী, ডাক্তার হরিনাথ ধর।

হরিনাথ—নমস্কার।

মিস্ গা—নমস্কার।

[উঠে দাঁড়ালেন]

হরিনাথ—একি! আপনি চললেন নাকি?

মিস্ গা—না; ঐ দিকটা, মানে গ্রীন-রুমটা একটু দেখে আসি।

গুরুপদ—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ওরা বোধহয় আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

[ডাক্তার হরনাথ করের প্রবেশ]

আসতে আজ্ঞা হোক, ডাক্তারবাবু। প্রফেসর মিস্ গাঙ্গুলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি ডাক্তার হরনাথ কর। এঁরা দুজনেই আমাদের শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি।

বাণী—আর এঁদের বন্ধুত্বটাও রীতিমত বিশিষ্ট। বলতে কি, আমাদের হরিনাথ আর হরনাথ একেবারে হরিহর-আত্মা।

মিস্ গা—ও-ও। তাই নাকি?

হরনাথ—আপনার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি। ভেবেছিলাম, একবার গিয়ে দেখা করবো। তা কাজের ভিড়ে—একি! আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

হরিনাথ—(অন্য পাশ থেকে এবং হরনাথের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) থিয়েটার আরম্ভ হতে এখনো তো কিছু দেরি আছে। দু মিনিট বসে গেলে কি বিশেষ অসুবিধা হবে ?

মিস্ গা—বেশ, আপনারা যখন বলছেন—

[আগের আসনেই বসতে যাচ্ছিলেন]

হরিনাথ—(বাধা দিয়ে, আর একখানা চেয়ার একটু এগিয়ে দিয়ে) এই নিন।

হরনাথ—(সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে) বসুন।

[হরিনাথ হরনাথের দিকে চোখ পাকিয়ে উত্তেজিতভাবে তাঁর হাতের চেয়ারটা সামনে ঠেলে দিলেন, এবং দেখাদেখি হরনাথও তাঁর হাতের চেয়ারখানা বসিয়ে দিলেন তাঁর সামনে। মিস্ গাঙ্গুলী তখন পেছনে পড়ে গেছেন। তাঁকে একটু অপ্রস্তুত দেখাল। পাশাপাশি দর্শকেরা দৃশ্যটা উপভোগ করছে বোঝা গেল]

হরিনাথ—(হরনাথের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) ব্যাপার কি ?

হরনাথ—আমিও ঠিক সেই কথাটাই জানতে চাই—ব্যাপার কি ?

মিস্ গা—(এগিয়ে এসে) যাক গে, সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনারা—

হরিনাথ—(মিস্ গাঙ্গুলীর দিকে ফিরে) ছিঃ ছিঃ, আপনি কি মনে করলেন, বলুন তো ?

মিস্ গা—না, না ; আমি কিছু মনে করি নি। তাছাড়া আমার এখন বসলে চলবে না। আপনারা বসুন, আমি ওদিকটা একবার দেখে আসি।

[মিস্ গাঙ্গুলীর প্রস্থান]

হরিনাথ—দেখলেন তো বাণীদা ?

বাণীবাবু—উঁহু, দেখি নি।

হরিনাথ—সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়, সে শিক্ষা তো সকলের নেই।

হরনাথ—নিশ্চয়ই। সেইজন্যে কেউ একটা কথা বলতে গেলে কোনো কোনো লোক মাঝখান থেকে বেহায়ার মত হেঁ হেঁ করে।

হরিনাথ—দোতলা বাড়ি থাকলেই ভদ্দরলোক হয় না।

হরনাথ—তা বটে। দোতলা দোতলা করে যারা নেচে বেড়ায়, তারাই আসল ভদ্দরলোক।

হরিনাথ—তার মানে ?

হরনাথ—মানে আর কারো জানতে বাকী নেই।

হরিনাথ—কী বলতে চাও তুমি ?

হরনাথ—অত চোখ রাঙানি কিসের ?

হরিনাথ—নেহাৎ চারিদিকে সব ভদ্দরলোক রয়েছে, নাহলে দেখিয়ে দিতাম।

হরনাথ—কী দেখাবে তুমি? দেখাবে কী? এসো না।

হরিনাথ—বটে!

[চেয়ার তোলবার আয়োজন]

হরনাথ—মারবে নাকি?

[চেয়ার তুললেন। দুচারজন দর্শক উঠে পড়ল। সেই মুহূর্তে মিস্ গাঙ্গুলীর প্রবেশ]

মিস্ গা—এ কী!

বাণীবাবু—(উঠে পড়ে) আপনি সরে আসুন। আমরা দেখছি। ওসব আমাদের অভ্যেস আছে।··· ছ্যাখ ভাই হরিহর, এটা থিয়েটার হল। সম্ভ্রান্ত লোকজন এসেছেন, মহিলারা রয়েছেন। তার মধ্যে তোমাদের এই গজ-কচ্ছপের মহাযুদ্ধটা ঠিক মানাচ্ছে না। তার চেয়ে এক কাজ কর। ঐ মাঠে যাও···

হরিনাথ—পদে পদে এ অপমান আর সহ্য হয় না।

বাণী—ঠিকই বলেছ। তাই বলছিলাম···

হরনাথ—নাঃ, এর একটা বিহিত করা দরকার। আমি থানায় যাবো।

বাণী—তা মন্দ বল নি। তোমরা না গেলে আমাদেরই বোধহয় যেতে হবে। কি বল হে গুরুপদ?

গুরুপদ—তা, যে রকম চেয়ার ছোড়াছুড়ির আয়োজন—

হরিনাথ—সেই কথাটাই তোমাকে বলতে হবে, গুরুপদ। আমি চললাম এজাহার দিতে।

মিস্ গা—কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে আবার থানা পুলিশ কেন?

বাণী—আপনি আর বাধা দেবেন না। ঐ ঠিক জায়গায় যাচ্ছে। যাও, ঐখানে গিয়ে লাগিয়ে দাও, prestige ভার্সাস position, প্রমাণ হয়ে যাক, কোনটা বড়।

[হরিনাথ ও হরনাথের প্রস্থানোদ্যোগ]

হ্যাঁ, একটা কথা। দুজন দু রাস্তা দিয়ে যাবে।

[হরিনাথ ও হরনাথের বিপরীত দিকে প্রস্থান]

মিস্ গা—উঃ, বাঁচা গেল।

বাণী—আপাতত।

মিস্ গা—আপাতত মানে?

বাণী—মানে, এও এক নাটক তো? অভিনেতাদের সাময়িক প্রস্থান এবং যথাসময়ে অর্থাৎ যে-কোন মুহূর্তে পুনঃ প্রবেশ।

মিস্ গা—না, না; আর কখনো আসতে পারেন ওঁরা? যা কাণ্ড করে গেলেন।

বাণী—অত বেশি আশা করবেন না।

[ঘণ্টাধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের যবনিকা উঠে গেল। নাটকের প্রথম দৃশ্য। রামের শয়ন-কক্ষের অলিন্দ। রাত্রি গভীর।

লক্ষ্মণ প্রহরী-বেশে পদচারণা করছেন উদ্‌ভ্রান্তভাবে রাম-বেশী অশোকের প্রবেশ।

শিশিরকুমার অভিনীত 'সীতা' নাটকের অতিনাটকীয় অনুকরণে—]

রাম—কার-কার-কার পদধ্বনি !

[লক্ষ্মণ ব্যস্তভাবে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার দিকে চেয়ে—]

কে ?

লক্ষ্মণ—আমি প্রভু।

রাম—লক্ষ্মণ ?

[গভীর নৈরাশ্যে কাঁধে হাত রাখলেন]

লক্ষ্মণ—কী হয়েছে প্রভু ?

রাম—ক্ষণেকের তরে ছিনু তন্দ্রাহত।
অকস্মাৎ শুনিলাম কার পদধ্বনি !
—মৃদু লঘু কোমল মধুর।
কহ বৎস, কে আসি ফিরিয়া গেল
শয়ন-দুয়ার হতে।

লক্ষ্মণ—কেহ নহে, হে রাঘব।

রাম—কেহ নহে ?

লক্ষ্মণ—কেহ নহে। আমি আছি একা
জাগ্রত প্রহরী তব। সুপ্তি-মগ্ন
অযোধ্যা নগরী।

রাম—তবে এ কী শুনিলাম ?

লক্ষ্মণ—ভ্রম বলে মনে হয় মোর।

রাম—ভ্রম ? নহে, নহে।
চিরপরিচিত মোর সেই পদধ্বনি।
রহিয়াছে গাঁথা চেতনার
পরতে পরতে। হে সৌমিত্রি,
দেখ নাই তুমি। এসেছিল সীতা।
পলকের তরে কাল নিদ্রা মোরে
করেছিল গ্রাস। তাই চলি গেল
অভিমান ভরে।
লক্ষ্মণ—এ তব বিভ্রান্ত কল্পনা,
হে রাজন। জানি স্থির
আসে নাই কেহ হেথা।
কোথা সীতা ; নির্বাসিতা দেবী
সহস্র যোজন দূরে, বাল্মীকির
তপোবনে।
যাও দেব, শয়ন গ্রহণ কর।
অতিক্রান্ত মধ্যরাত্রি।
রাম—(স্বগত) অতিক্রান্ত মধ্যরাত্রি।
আমি আছি জাগি নিশাচর সম।
বিনিদ্র প্রহর ধীরে যায় চলি,
নিদ্রা নাহি জানে আঁখি-পাতা।
নিঙাড়ি নয়ন হতে তন্দ্রা মোর
নিয়ে গেছে জনক তনয়া।

(লক্ষ্মণের প্রতি) যাও ভ্রাতঃ, ক্লান্ত তুমি,
বিশ্রাম গ্রহণ কর।

[লক্ষ্মণ ইতস্তত: করতে লাগলেন]

যাও বৎস, প্রহরীর নাহি প্রয়োজন।
ক্ষণেকের লাগি মোরে
একাকী থাকিতে দাও।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান। রামের পদচারণ। অদূরে অবগুণ্ঠণবতী ছায়ামূর্তি]

কে, কে, কে তুমি? দেবী না মানবী?
মুক্ত কর, মুক্ত কর রহস্যের আবরণ।
বল, সীতা তুমি, কিংবা শুধু মায়া,
আসিয়াছ ছলনার তরে।

সীতাবেশিনী নীলিমার অবগুণ্ঠণ-মোচন]

মায়া নহে, স্বপ্ন নহে, আসিয়াছ সীতা?
আসিয়াছ দেবী? বল, সত্য বল, সীতা তুমি
আসিয়াছ ফিরে?

সীতা—আসিয়াছি প্রিয়তম।

রাম—(উল্লাসে চঞ্চল) 'প্রিয়তম' 'প্রিয়তম'।
বল, বল, আরবার বল 'প্রিয়তম'।

সীতা—আসিয়াছি প্রিয়তম।
লঙ্ঘিয়া আদেশ তব বারেকের তরে

আসিয়াছি দেখিতে তোমায়।
ক্ষম মোর অপরাধ।

রাম—হে দেবী, লজ্জা নাহি দিও মোরে।
কত যুগ শুনি নাই কণ্ঠ তব,—
সুধা হতে সুধাময়। হেরি নাই
আনন তোমার—কোমল কমল সম।
যদি আসিয়াছ ফিরে, এস লক্ষ্মী,
লক্ষ্মীহীনা অযোধ্যা নগরে। প্রসন্ন অন্তরে
ক্ষমা কর পুঞ্জীভূত অপরাধ মোর।

[নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা]

সীতা—(এগিয়ে এসে রামের ত্নটি হাত জড়িয়ে ধরে)
একি প্রভু, ওঠো ওঠো। অপরাধী
করিও না মোরে। জানি আমি—

[হরিনাথের প্রবেশ]

হরিনাথ—মোটামুটি একটা ব্যবস্থা—(হঠাৎ স্টেজের দিকে নজর পড়ায়) এ কি! খোকা? তাই তো। আর ঐ মেয়েটা? অ্যাঁ, এ যে দেখছি—আরে হতভাগা কুলাঙ্গার!

প্রথম দর্শক—আঃ, চুপ করুন না মশাই? কী মাতলামো করছেন?

দ্বিতীয় দর্শক—বের করে দাও অসভ্য লোকটাকে। এমন সুন্দর সিন্‌টাই মাটি করলে।

হরিনাথ—আরে রেখে দিন মশাই সুন্দর সিন্! আমার ছেলে—

কয়েকজন দর্শক—(উঠে পড়ে) বটে, আবার চোট দেখাচ্ছে। যান, বেরিয়ে যান।

হরিনাথ—(স্টেজের দিকে চেয়ে) আচ্ছা, এস একবার বাড়ি। ঐ ধিঙ্গী ছুঁড়িটার সঙ্গে নাটক করার মজাটা দেখিয়ে দিচ্ছি।

[উত্তেজিতভাবে প্রস্থান]

[একটা কোলাহল উঠল। কয়েকজন চিৎকার করে উঠল—Silence please. গোলমাল আস্তে আস্তে থিতিয়ে এল]

সীতা—জানি আমি, জানি প্রভু,
অভাগীরে দিয়ে নির্বাসন,
দুঃসহ বেদনা বহিতেছ দিবস-রজনী
নিঃশব্দ অন্তর মাঝে। অতি তুচ্ছ
নারী আমি। হে রাজন,
মোর লাগি কেন এত শোক ?
ভুলে যাও জানকীরে তব ;
দুঃখিনী সীতার লাগি, অযোধ্যার
রাজ সিংহাসন সহিবে না অবহেলা।

[হরনাথের প্রবেশ]

হরনাথ—একটা ডায়েরি করিয়ে দিয়ে এলাম। বুঝলে গুরুপদ। এবার—(হঠাৎ স্টেজের দিকে চেয়ে)

নেলী না? আর ওটা কে? কী সর্বনাশ! সেই হেঁড়ে-গলা ছোঁড়াটা। হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছিস? ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

[একদল দর্শক আস্তিন গুটিয়ে উঠে এল। নানারকম মন্তব্য শোনা গেল—'ভেবেছেন কি মশাই?' 'এটা কি সার্কাস পেয়েছেন?' 'বের করে দাও লোকটাকে।' 'লড়াই করবার আর জায়গা পেলে না?' কেউ কেউ গিয়ে হরনাথের হাত ধরে টানা হেঁচড়া শুরু করল। উনি প্রতিবাদ জানালেন। গণ্ডগোল চলতে থাকল। তার মাঝখানে সীতা রামের হাত ছেড়ে দিয়ে ভিতরের দিকে চলে গেল। রামও একটু ইতস্তত: করে তার অনুসরণ করল। ততক্ষণ হরনাথকে ধরে বের করে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ ফিরে গিয়ে নিজের জায়গায় বসেছে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছে। গুরুপদ সবাইকে বসাবার চেষ্টা করছেন। এমন সময়ে শূন্য রঙ্গমঞ্চে থিয়েটার ম্যানেজারের আবির্ভাব]

ম্যানেজার—অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের নাটক এইখানেই বন্ধ করে দিতে হল। এসব কাণ্ডের পর নায়ক নায়িকা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। তাঁদের পক্ষে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করা আজ আর কিছুতেই সম্ভব নয়। আশা করি আপনারা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করবেন। নমস্কার।

[ম্যানেজারের প্রস্থান]

মিস্ গা—সে কি !

[দ্রুত ভিতরের দিকে প্রস্থান]

বাণীবাবু—ওঠা যাক…

[প্রস্থান]

প্রথম দর্শক—না, না ; এরজন্যে 'শো' বন্ধ হবে কেন ?

দ্বিতীয় দর্শক—'শো' চালাতেই হবে। ও মশাই, ও ম্যানেজারবাবু…

তৃতীয় দর্শক—(হুংকার দিয়ে) ড্রপ তুলুন।

[তুমুল গোলমাল এবং তার মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা পতন]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অশোকের শয়ন-কক্ষ। একদিকে তক্তপোষ, তার উপর বিছানা পাতা। অন্যদিকে পড়বার চেয়ার টেবিল এবং একটা বুক-শেল্ফ্। আলনায় জামা-কাপড়। দেয়ালে একখানা বড় আরশী। ঘরের এক কোণে একটি জলের কুঁজো, তার মাথায় গেলাস।

অশোকের প্রবেশ। সর্বাঙ্গে ক্লান্তি ও অবসাদ, মুখে গভীর বিরক্তি ও নৈরাশ্যের চিহ্ন। খোলা কোটটা কাঁধের উপর ঝুলছে। ঘরে ঢুকে একবার দেয়ালে টাঙানো আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বিছানায়। জুতো জোড়া খুলে ঠেলে দিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল চেয়ারের উপর।

অশোক—মা,···মা, (ক্রমশঃ সুর চড়িয়ে) ও মা···

মোক্ষদা—(নেপথ্যে) যাই, যাই···(প্রবেশ) মা গো মা, ছুটে আসতে গিয়ে হাঁফ ধরে গেল। কী? হয়েছে কী? চেঁচাচ্ছিস কেন ষাঁড়ের মত।

অশোক—জল খাব।

মোক্ষদা—জল খাবি, তা অমন করে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করতে হয় নাকি? বাড়িতে যেন ডাকাত পড়েছে।

[জল গড়িয়ে গেলাসটা সামনে ধরলেন]

নে।

অশোক—[এক নিঃশ্বাসে জলটা শেষ করে, মৃদু হেসে]

ডাকাত পড়েছে! তোমাদের কল্পনার দৌড় তো ঐ পর্যন্ত। ডাকাত পড়া, ঘরে আগুন লাগা, না হয় রেলগাড়ি উল্টে যাওয়া। কিন্তু, জান? এইসবগুলোকে একসঙ্গে জড়ো করলে যে প্রলয় কাণ্ড ঘটে, তার চেয়ে অনেক বড় বিপর্যয় আজ আমার জীবনে ঘটে গেল।

মোক্ষদা—তার মানে কি? কী আবার প্রলয় কাণ্ড হল তোর?

অশোক—সে কথা বলে আর কী হবে! উঃ, কত বড় একটা সুযোগ, কত বড় একটা সাফল্যের সূচনা! তারপর সব শেষ। এর চেয়ে বড় সর্বনাশ আর কী আছে মানুষের জীবনে? এর চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর অপমৃত্যু? এতদিনের যত্ন, চেষ্টা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম—উঃ, Othello-র মত চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছে: Here is my journey's end, here is my butt. Othello's occupation is gone!

মোক্ষদা—কী বকছিস আবোল তাবোল? যত সব অলক্ষুণে কথা! তোদের থিয়েটার কেমন হল? আমার আর যাওয়া হল না। ঝিটাকে বললাম ঘণ্টা তিনেক বাড়িটা একটু আগলা। তা, ওর আবার ছেলের অসুখ। ঐ ছোঁড়া চাকরটার ওপর

সব কিছু ফেলে তো আর কোথাও যাওয়া যায় না। যে রকম চোর-ছ্যাঁচড়ের উৎপাত।

অশোক—না গিয়ে কত বড় জিনিস যে হারালে।

মোক্ষদা—কি করবো? কপালে না থাকলে ওসব হয় না। তুই নিশ্চয়ই সবার চেয়ে ভাল করেছিস।

অশোক—আমি আর কী করলাম? যা করবার সব তো ওঁরাই করলেন।

মোক্ষদা—(বিস্ময়ে) কারা?

অশোক—এখনো বুঝতে পারছ না, কারা! ইনি লাফাচ্ছেন, আমার ছেলে; উনি লাফাচ্ছেন, আমার মেয়ে। কী চমৎকার অভিনয়!

মোক্ষদা—কেন, ছেলে মেয়ের কথা উঠল কিসে?

অশোক—ছেলে মেয়েরা থিয়েটার করবে কেন? করবেন ওঁরা।

মোক্ষদা—ঐ মেয়েটা কি থিয়েটার করতে নেমেছিল নাকি? তোদের সঙ্গে! ওমা আমার কী হবে!

[গালে হাত দিলেন]

অশোক—হুঁ, তুমিও দেখছি মূর্ছা গেলে।

মোক্ষদা—তা যাই বল বাপু, অত বড় ধাড়ী, বিয়ে দিলে এ্যাদ্দিনে ছেলের মা হত। ঐ অত লোকের সামনে ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে থিয়েটার করছে, এ আমি কিছুতেই ভাল বলতে পারি না। ওর

মা-মাগীও কি লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে বসে আছে ? কোন্ আক্কেলে ছেড়ে দিল ধিঙ্গীটাকে।

অশোক—তাই তো। দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারল না ?

মোক্ষদা—তাই উচিত ছিল। তোমাকেও বলি বাছা, ঐ মেয়েটার সঙ্গে থিয়েটার করতে গিয়ে ভাল কর নি। একে তো নানা কথা রটেছে চারদিকে।

অশোক—নানা কথা মানে ?

মোক্ষদা—এই তো উনি কোত্থেকে শুনে এসেছেন, তোরা নাকি কলেজ থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে যাস। কারা নাকি তোদের একসঙ্গে বসে গল্প করতে দেখেছে। বাড়ী ঢুকেই একেবারে আগুন। তখনই কলেজ ছাড়িয়ে দিতে চান। কোনো রকমে বলে কয়ে ঠেকিয়ে রেখেছি। তারপর আজ আবার ওর সঙ্গে থিয়েটার করতে দেখে—

অশোক—যা করবেন, বেশ বুঝতে পারছি।

মোক্ষদা—বুঝতে যখন পারছ, কী দরকার ঐ ছুঁড়ীটার সঙ্গে মিশবার ?

অশোক—বেশ ; তাহলে কাল থেকে আমরাও ওঁদের রাস্তা ধরি। যাকে বলে পিতৃ-পদাঙ্ক-অনুসরণ। শুধু মুখে নয়, হাতেও নয়, একটা লাঠি নিয়ে বেরোব। যেখানে পাই বসিয়ে দেবো এক ঘা। হলই বা মেয়েমানুষ।

মোক্ষদা—তাই বা করতে যাবি কিসের জন্যে? ও ওর থাক, তুই তোর মত থাক। ভাব করেও দরক নেই, ঝগড়া করেও দরকার নেই।

অশোক—(উত্তেজিতভাবে) দরকার নেই! দরকার নেই! তোমরাই শুধু বলে দেবে কোনটা আমার দরকার আর কোনটা নয়। আমার নিজের মন বলে কিছু নেই? আমি যদি বলি, ওকেই আমার সবচেয়ে বেশী দরকার। ওকে আমি—ওকে আমি—বিয়ে করবো।

মোক্ষদা—(ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে) বিয়ে করবি! নেলীকে? হরনাথ ডাক্তারের মেয়েকে? তুই কি সত্যিই পাগল হলি? চুপ, চুপ। আর একটিবারও যেন ও কথা না শুনি। সর্বনাশ! ওঁর কানে গেলে একেবারে কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে বসবেন। আমাকে সুদ্ধু বের করে দেবেন বাড়ি থেকে।

অশোক—না, না; আমার জন্যে তোমাকে যেতে হবে কেন? আমিই যাবো। তোমরা নিশ্চিন্ত হও।

মোক্ষদা—(কাছে গিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে) ছিঃ বাবা, পাগলামো করে না। ওকথা কখনো বলতে আছে? দাঁড়া না? একটি বেশ ডাগর দেখে রাঙা টুকটুকে বৌ ঘরে আনি। তখন ঐ নেলী টেলির কথা মনেও থাকবে না।

অশোক—ছ্যাখ মা, আর যাই কর, ঐটি করো না। বৌ-টৌ আনবার মতলব ছেড়ে দাও।

মোক্ষদা—ওমা! বিয়ে করবি না?

অশোক—না।

মোক্ষদা—আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে।

[নেপথ্যে—'মা']

যাইরে যাই। ঝি বাড়ি যাবার জন্যে ছটফট করছে। এদ্দিকে ওঁরও তো দেখা নেই। কোথায় যে যায় মানুষটা। আমার হয়েছে বাপু সব দিকেই জ্বালা। চল, তুই খেয়ে নিবি চল।

অশোক—না, আমি খাবো না।

মোক্ষদা—কেন, খাবিনে কেন?

অশোক—আমার খিদে নেই।

মোক্ষদা—খিদে আবার গেল কোথায়? খেয়ে এসেছিস নাকি?

অশোক—হ্যাঁ।

মোক্ষদা—ঠিক বলছিস, না রাগ করে বলছিস?

অশোক—না, রাগ করবো কিসের জন্যে? তুমি যাও; আর বিরক্ত করো না। আমার শরীর ভাল নেই।

মোক্ষদা—(চিন্তিত সুরে) শরীর ভাল নেই? কই, দেখি। (কাছে গিয়ে কপালে হাত দিয়ে) না, ষাট, গা তো

বেশ ভালই আছে। থাক ; খেতে যদি ইচ্ছে না করে তো শুয়ে পড়। আর রাত জাগিসনে। যাই দেখি, আবার ওদিকে…

[প্রস্থান]

অশোক—(শোবার আয়োজন করতে করতে) অর্থাৎ অশোকচন্দ্রের ভাগ্যাকাশ থেকে নীলিমার অন্তর্ধান। চারদিক থেকে এত পীড়ন সইবে কেন ? হাজার হলেও বাংলা দেশের মেয়ে। বুক ফেটে গেলেও মুখ ফুটে কিছু বলবে না। তারপর একদিন ওর সেই বাবার বন্ধুর ছেলে, সেই দাঁত-বার করা গায়ে লুটিয়ে পড়া বিগলিত ব্যানার্জির সেকেণ্ড-এডিশন, কিংবা ঐ রকম কারো গলায় মালা দিয়ে বসবে। মেয়েরা যা চিরকাল করে থাকে। পুরুষ হয়ে আমিও চুপ করে থাকবো ? শুধু নীরব দর্শক ?

[কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পদচারণা। তারপর ঘরের কোণে যে আলো জ্বলছিল, কমিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ কেটে গেল। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে যখন তন্দ্রা এসেছে, বাইরের দিকের দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ। আর একবার, এবং এবার একটু জোরে]

কে ?

[কোনো সাড়া এল না ; তার বদলে আবার করাঘাতের আওয়াজ। উঠে গিয়ে দরজা খুলেই]

তুমি ! এত রাত্রে ! একা ! স্বপ্ন দেখছি না তো ?

[নীলিমার প্রবেশ]

নীলিমা—স্বপ্ন নয়, অশোকদা। নীরেট reality বলে যদি কিছু থাকে, এই মুহূর্তে আমরা তারই সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

অশোক—(কিছু বুঝতে না পারার সুরে) তার মানে ?

নীলিমা—মানে, আমি চলে এলাম।

[অশোক হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল]

আর কেমন করে থাকি বল ? সইবারও তো একটা সীমা আছে। এখানে যাবে না, ওখানে যাবে না, এর সঙ্গে মিশবে না. ওর সঙ্গে কথা বলবে না। ওঁদের যা ইচ্ছে, তাই আমাকে মুখ বুজে মেনে নিতে হবে। ওঁরা যাকে ধরে এনে দেবেন তারই গলায় মালা দিয়ে কৃতার্থ হও। আর আমার মন যাকে—

[অশোকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ লজ্জায় মাথা নামাল]

অশোক—(মুগ্ধ কণ্ঠে) বল···

নীলিমা—(সলজ্জ কণ্ঠে) যাও।

[নেপথ্যে মোক্ষদার গলা শোনা গেল—'খোকা'—সঙ্গে সঙ্গে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।]

অশোক—(সভয়ে) সর্বনাশ! নীলা, নীলা, শীগগির কোথাও লুকিয়ে পড়। মা আসছে।

নীলিমা—লুকিয়ে পড়বো! কেন?

অশোক—আহা! বুঝতে পারছ না? মায়ের সামনে—

নীলিমা—তা হোক; আমি সব কিছুর জন্যে তৈরি।

অশোক—পাগল হয়েছ! সব দিক নষ্ট করো না।

[দরজায় আরো জোরে কড়া নাড়ার শব্দ]

হ্যাঁ, এই খাটের নিচে ঢুকে পড়। লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি।

নীলিমা—কী যে বল, তার ঠিক নেই।

[খাটের নিচে প্রবেশ। অশোক বিছানার চাদরটা টেনে এদিকটা আড়াল করে দিল। তারপর দরজা খুলতেই মোক্ষদার প্রবেশ। হাতে একবাটি দুধ]

মোক্ষদা—নে, এই দুধটুকু খেয়ে ফেল। ছিষ্টি সংসারের কাজ। কত দেরি হয়ে গেল আসতে। ঘরে আলো জ্বলতে দেখে বুঝলাম এখনো ঘুমোসনি। নে, ধর।

অশোক—আবার দুধ! বললাম, কিছু খাবো না।

মোক্ষদা—শরীরটা কেমন কেমন লাগছে বলছিলি। গরম দুধটা পেটে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

অশোক—তোমার জন্যে আর পারি না। দাও।

[এক চুমুকে দুধটা শেষ করে বাটি মোক্ষদার হাতে ফিরিয়ে দিল। মোক্ষদা জল গড়িয়ে দিলেন, সেটাও খেয়ে গেলাস দিল মায়ের হাতে]

মোক্ষদা—কার সঙ্গে কথা বলছিলি ?

আশোক—(স্বগত) সেরেছে রে। শ্য) কথা বলছিলাম! কই ?

মোক্ষদা—মেয়েছেলের গলা পেলাম যেন ।

অশোক—ও-ও, তা ঠিকই পেয়েছ। সে মেয়েছেলেটি তোমারই ছেলে ।

মোক্ষদা—সে আবার কী ?

অশোক—কি করবো ? তোমাদের জন্যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে হল। হুকুম করেছ, মেয়েদের সঙ্গে থিয়েটার করতে পারবে না। অথচ স্ত্রী-চরিত্র ছাড়া নাটক হয় না। কি করি ? নিজেকেই গলা বদলে মেয়ে সাজতে হল। একটু নমুনা শুনবে ?

কচ বলছেন—দেহ আজ্ঞা দেবযানী, দেবলোকে
দাস করিবে প্রয়াণ। আজি গুরু-
গৃহবাস সমাপ্ত আমার।

দেবযানী বলছেন—(নারী কণ্ঠের অনুকরণে)
মনোরথ পুরিয়াছে ? পেয়েছ দুর্লভ বিদ্যা

আচার্যের কাছে। সহস্র বর্ষের তব
সাধনা সিদ্ধ আজি। আর কিছু
নাহি কি কামনা ?

মোক্ষদা—(সহাস্য তিরস্কার) হতভাগা কোথাকার !

অশোক—কী করবো ! তোমাদের আদেশে আজ থেকে আমি অর্ধনারীশ্বর, একাধারে পুরুষ ও নারী।

মোক্ষদা—পাগলা ! নে, ওসব রেখে এবার শুয়ে পড়। (প্রস্থানোদ্যোগ) এ কি ! ও চাদরটা ফেলে দিয়েছিস কেন ? আজই সবে বদলে দিয়েছি।

[এগিয়ে গেলেন]

অশোক—(ছুটে সামনে গিয়ে) না না, ওটা ধরো না।

মোক্ষদা—কেন, কী আছে ওতে ?

অশোক—ওর মধ্যে আমার গ্রীন-রুম।

মোক্ষদা —সেটা আবার কী ?

অশোক—গ্রীন-রুম জান না ? সাজঘর, সাজঘর ; যেখানে মেক-আপ, মানে সাজগোজ করে তারপর স্টেজে ঢুকতে হয়। তারই মহড়া দিচ্ছিলাম।

মোক্ষদা—উনি ঠিকই বলেন, থিয়েটার থিয়েটার করে তোর মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। রাত দুপুরে এই সব করবি, না ঘুমোবি ? অসুখ বিসুখ করলে তো ভুগতে [illegible] আমাকেই।

অশোক—না না ; আমি এখখনি শুয়ে পড়ছি। তুমি যাও মা !

[মোক্ষদার প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় খিল এঁটে দিয়ে, চাদর সরিয়ে—]

নীলা, আস্তে আস্তে বেরিয়ে এস।

[নীলিমা বাইরে এসে দাঁড়াল। মুখের ভিতর আঁচল গোঁজা]

অশোক—ওকি ! মুখে কাপড় পুরেছ কেন ?

নীলিমা—(কাপড়টা সরিয়ে) কি করবো ? যা কাণ্ড করছিলে। গোটা আঁচলটা মুখে পুরে দিয়েও হাসি থামাতে পারি না। এখখনি বেরিয়ে যাচ্ছিল তোমার জারিজুরি। শেষটায় কিনা অর্ধনারীশ্বর !

[খিল খিল করে হেসে উঠল]

অশোক—চুপ, চুপ। ভাগ্যিস ফন্দীটা এসে গেল মাথায়। তা না হলে কী যে হত এতক্ষণ।

নীলিমা—কী আর হবে ? আমি তো তৈরি হয়েই এসেছি। এখানে আর এক মিনিটও থাকতে ইচ্ছে করছে না, অশোকদা।

অশোক—সত্যি, আমারও ইচ্ছে করছে, এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ি। এই বাড়ি, এই সহর থেকে শুধু নয়, এই কাল, এই যুগ থেকে।

নীলিমা—(সবিস্ময়ে) যুগ থেকে !

অশোক—হ্যাঁ। ফিরে যাই ইতিহাসের পটভূমির অন্তরালে, সভ্যতার আলো যেখানে ফুটে ওঠেনি। সমাজ আর সংস্কারের বন্ধন অক্টোপাসের মত মানুষকে যেখানে জড়িয়ে ধরেনি। সেই সরল, উদার, উন্মুক্ত স্বভাবের যুগে।

নীলিমা—(হতাশা ও ভীতিব্যঞ্জক নিঃশ্বাস ফেলে) তারপর?

অশোক—তারপর, কোনো এক জনহীন নদীতীরে পুষ্প-গন্ধ-ঘন অরণ্য ছায়ায় আমরা রচনা করবো এক পর্ণ কুটীর।

নীলিমা—পর্ণ কুটীর! ওমা; তার মধ্যে থাকবো কেমন করে?

অশোক—(তন্ময় কণ্ঠে) প্রাঙ্গনে তার খেলা করবে হরিণ শিশু, তরুশাখে গান করবে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া। তুমি হবে সেই আশ্রমের শকুন্তলা। মালতীর মূলে করবে জল সেচন, আর মুখর করে তুলবে সেই বনভূমি তোমার সুধা কণ্ঠের ঝঙ্কারে।

নীলিমা—(মুখ টিপে হেসে) আর তুমি?

অশোক—আমি হবো এক আত্মভোলা ঋষিকুমার। প্রতিদিন উষা-স্নান শেষে দূর বন থেকে তোমার জন্যে কুড়িয়ে আনব ফলমূল, ভৃঙ্গার ভরে বয়ে আনব ঝর্ণার জল। তোমার ঐ অলকগুচ্ছে জড়িয়ে দেবো বনফুলের মালা।

নীলিমা—(অশোকের কবিত্বময় বলার ধরণ ও সুর অনুকরণ করে) ঠিক সেই ক্ষণটিতে ঘর্ঘর শব্দে বনভূমি সচকিত করে দেখা দেবে দুষ্যন্তের রথ।

অশোক—দুষ্যন্ত! না, না; দুষ্যন্ত কেন?

নীলিমা—শকুন্তলা থাকলেই দুষ্যন্তকে আসতে হয়। মহাকবি কালিদাস স্বয়ং ব্যবস্থা করে গেছেন। আমি কি করবো? তাই বলছিলাম, ওসব বিপদের মধ্যে না গিয়ে চল কোলকাতায়।

অশোক—কোলকাতায়!

নীলিমা—হ্যাঁ কোলকাতা। এ যুগের মহাতীর্থ। হাজার রকম ভাগ্যান্বেষী মানুষের একমাত্র আশ্রয়।

অশোক—কিন্তু সে জনারণ্যে আমরা যে হারিয়ে যাব, নীলা।

নীলিমা—কে বলে হারিয়ে যাবো?

অশোক—সেখানে পথ করে নেবার মত কী সম্বল আছে আমাদের?

নীলিমা—সম্বল আমাদের আর্ট। তোমার অভিনয় আর আমার গান। আর কোথাও না হোক, টলিউডের ছায়ালোকে আমরা নিশ্চয়ই আশ্রয় পাবো। হয়তো একদিন অধিকার করবো তারকার আসন।

অশোক—(উজ্জ্বল চোখ মেলে) তারকা! স্টার! ঠিক বলেছ নীলা, স্টার হবো আমরা। তোমার গান আর আমার অভিনয়। হ্যাঁ; আমি স্পষ্ট দেখতে

পাচ্ছি, অনাগত বাংলাদেশ মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। হাতে তার জয়মাল্য। আমাদেরই কণ্ঠে পড়বে সে মালা। আর আমরা এমনি পাশাপাশি আনত শিরে দাঁড়িয়ে সেই গৌরবের দান গ্রহণ করবো।

[একহাতে নীলিমাকে বেষ্টন করে দুজনে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নত করল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

মিস গাঙ্গুলীর বসবার ঘর। যথারীতি সাজানো গোছানো। কৌচে বসে তিনি একখানা বিলাতী ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। তেমন ভাল না লাগায় সেটা সশব্দে টেবিলের উপর রেখে উঠে পড়লেন। খানিকক্ষণ লঘুছন্দে ঘরময় ঘুরলেন। একপাশে একটা আরশী-স্ট্যাণ্ড ছিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ও দুল ঠিক করে নিলেন। তারপর রেডিও খুলতেই সুমিষ্ট কণ্ঠের রবীন্দ্র সঙ্গীতে ঘর ভরে গেল। মিস গাঙ্গুলীর মুখে খুশির ঝলক ফুটে উঠল। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে গান শুনলেন। গান প্রায় শেষ, এমন সময় বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

মিস গা—(উচ্চকণ্ঠে) বিপিন…[নেপথ্যে—'যাই দিদিমণি'] দ্যাখ্‌তো কে?

[নেপথ্যে দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল, এবং তার একটু পরেই প্রৌঢ় চাকর বিপিনের প্রবেশ]

বিপিন—একজন বাবু।

মিস গা—কী রকম বাবু ?

বিপিন—কোট পেণ্টুল পরা।

মিস গা—কোট পেণ্টুল পরা ? কী চায় এত রাত্রে ?

বিপিন—বলছে, দেখা করবে তোমার সঙ্গে।

মিস গা—বলে দে, এখন আর দেখা হবে না। (হাই তুললেন) এবার শুয়ে পড়বো। [নেপথ্যে—আসতে পারি ?] কে !

হরনাথ—(প্রবেশ করে) আজ্ঞে আমি। নমস্কার। খুব ব্যস্ত আছেন কি ?

[হরনাথের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিপিনের প্রস্থান]

মিস গা—না ; ব্যস্ত আর কি ? বসুন। (হরনাথ একটা সোফায় বসে পড়লেন) তারপর, কী মনে করে ডক্টর ধর ?

হরনাথ—Excuse me, আমি ডক্টর কর। হরনাথ কর।

মিস গা—ও-ও। উনি বুঝি ডক্টর ধর ?

হরনাথ—উনিটি কে ?

মিস গা—ঐ যে, আরেকজন। দাঁড়ান, কী নাম যেন ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাক্তার হরিনাথ ধর।

হরনাথ—ও-ও, হরিনাথ ? হ্যাঁ ; সেও নিজেকে ডাক্তার বলে জাহির করে বটে। বললেই হল। ঈগল পাখীও পাখী, চামচিকেও পাখী।

মিস গা—কেন, উনি বুঝি ডাক্তার তেমন ভাল নন ?

হরনাথ—দেখুন সে সম্বন্ধে আমার কিছু না বলাই বোধহয় ভাল। ওর কানে গেলে আবার ঘুষি বাগিয়ে আসবে। তবে হ্যাঁ, সত্যের অনুরোধে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ঐ রকম self-styled হাতুড়ের হাতে পড়েই আমাদের profession-টা যেতে বসেছে। ডাক্তারি পড়ে মরুক, একটুখানি সাধারণ শিষ্টতা, তার নমুনাও আপনি নিজের চোখেই দেখলেন। হ্যাঁ, অভদ্র আচরণ দেখলে ধৈর্য রাখতে পারি না, এটা আমার একটা বদভ্যাস্। তাই আপনার সামনে অনেক বেয়াদবি করে ফেলেছি। সে সব আপনি প্রসন্ন মনে ক্ষমা করেছেন এইটুকু না জানা পর্যন্ত কিছুতেই স্থির হতে পারছি না।

মিস গা—কী আশ্চর্য ! সেই জন্যে আপনি কষ্ট করে এই রাত্রে আমার বাড়িতে এসেছেন ? এর কিছু দরকার ছিল না।

হরনাথ—ছিল বৈকি ? দরকার অবশ্যই ছিল। তাই বাড়ি না গিয়ে ছুটে এসেছি। ভাবলাম, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাই আমার প্রথম কর্তব্য। তাছাড়া—

[থেমে গিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে ঘরের চারদিকটা দেখতে লাগলেন]

আপনার ঘরখানা ভারী সুন্দর। প্রতিটি জিনিস

গৃহকর্ত্রীর মার্জিত রুচির পরিচয় দিচ্ছে। এ-সব নিশ্চয়ই আপনার নিজের হাতে সাজানো। তাই চারদিকে কেমন একটা শ্রী ফুটে উঠেছে।

মিস গা—(লজ্জিত স্বরে) ও কিছু না। আপনি কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন যেন ?

হরনাথ—প্রয়োজনের কথা উঠেছিল কি না ? তাই বলছিলাম, প্রয়োজনটাই কি মানুষের জীবনে সবখানি ? এই যে আপনার ঘরে মুখোমুখি বসে আপনার সঙ্গে নিভৃতে দুটো কথা বলতে পারছি, আমার কাছে এর মূল্য যে কতখানি, সে শুধু—

[মিস গাঙ্গুলী হঠাৎ যেন অস্বস্তি বোধ করে উঠে দাঁড়ালেন]

একি ! আপনি উঠলেন ?

মিস গা—না, মানে—(অপ্রতিভ হাসি)

হরনাথ—আপনাকে দেখে, কি বলবো, ঠিক normal মনে হচ্ছে না। ভিতরে ভিতরে কোন রকম অসুস্থতা বোধ করছেন কি ?

মিস গা—না, ঠিক অসুস্থ নয়, একটু ক্লান্ত বোধ করছি। রাত কম হয়নি। তাছাড়া—

হরনাথ—বলুন।

মিস গা—মাথাটাও একটু ধরেছে।

হরনাথ—মাথা ধরেছে ! এতক্ষণ বলেননি কেন ? একটু-খানি—একটা পাখা-টাখা—

[ব্যস্তভাবে চারদিকে তাকালেন]

মিস গা—না, না ; আপনি ব্যস্ত হবেন না। তেমন কিছু নয়।

হরনাথ—দাঁড়ান, মাথাধরার ওষুধ আমার সঙ্গেই রয়েছে।

[ব্যাগ খুলে ওষুধ বার করলেন]

এই নিন, এই বড়িটা চট করে খেয়ে ফেলুন।

মিস গা—বড়ি-টড়ি কিছু দরকার নেই। এরকম আমার মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। একটু ঘুমোলেই—

হরনাথ—মাঝে মাঝে হয়ে 'থাকে ?' তাহলে তো দেখছি chronic-এ দাঁড়িয়েছে। শুধু খাবার ওষুধ নয়, একটা course injection নিতে হবে। আচ্ছা, সে আমি কাল সকালেই ব্যবস্থা করবো। আপাতত—

মিস গা—আপাতত আপনার যদি অসুবিধা না হয়, তাহলে দয়া করে—

[নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত জোড় করলেন]

হরনাথ—আচ্ছা তাহলে আসি। নমস্কার! (চলতে চলতে, নিজের মনে) কিন্তু মাথাধরাটা যে-রকম persist করছে, আমার মনে হয় দেরি না করে আজকেই একটা ডোজ···দেখি···(ঘড়ি দেখলেন)

[প্রস্থান]

মিস গা—উঃ, বাঁচা গেল। কি কঠিন লোকের পাল্লাতেই

পড়েছিলাম। কথাবার্তার ধরন ত্যাখ না? রস আছে ষোল আনা।…বিপিন, বিপিন…

[নেপথ্যে, may I come in please?]

ওমা! এ আবার কে? কে আপনি?

[হরিনাথের প্রবেশ]

হরিনাথ—আজ্ঞে, আমি ডক্টর ধর।

মিস গা—(শুষ্ক স্বরে) দেখুন, আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। আপনার যদি কোন প্রয়োজন থাকে, তাহলে বরং কাল সকালে—

হরিনাথ—কী বললেন, প্রয়োজন? না, প্রয়োজন আমার বিশেষ কিছুই নেই। ডিসপেন্‌সারি থেকে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, হরনাথ এখান থেকে বেরোচ্ছে। বড়ই ভাবনা হল। আপনার হয়তো কোনো অসুখ বিসুখ করে থাকবে, আর তাহলে ওর হাতে পড়ে—

মিস গা—না, না। অসুখ করবে কেন?

হরিনাথ—যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।…আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। (বসে পড়ে) হরনাথ তাহলে অন্য উদ্দেশ্যে এসেছিল। আ-ছে বেশ। দেখুন, মিস্ গাঙ্গুলী, আপনি একজন প্রফেসর হলেও

বয়স অল্প। এখানে সম্ভবতঃ আপনার কোনো অভিভাবকও নেই। এই লোকটা সম্বন্ধে আপনার একটু সাবধান হয়ে চলা উচিত।

মিস গা—তার মানে ?

হরিনাথ—মানে ? হা-হা-হা-হা। মানে আর স্পষ্ট করে কি বলবো।

মিস গা—(বিরক্তির সুরে) এই উপদেশ দেবার জন্যেই কি আপনি এত রাত্রে আমার বাড়ি চড়াও করেছেন ?

হরিনাথ—আপনি ভুল করছেন। উপদেশ নয়, আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে এটা জানিয়ে দেওয়া আমি কর্তব্য বলে মনে করি।

মিস গা—বেশ ; আশা করি আর কিছু বলবার নেই। আমাকে এবার উঠতে হবে।

হরিনাথ—আমিও উঠবো। আপনি আমার ওপরে বড্ড বিরক্ত হয়েছেন, মনে হচ্ছে।

মিস গা—(শুষ্ক স্বরে) বিরক্ত হবার কী আছে ?

হরিনাথ—তবে ?

মিস গা—এমনিই। আর বসে থাকতে পারছি না। একটু অসুস্থ বোধ করছি।

হরিনাথ—(ব্যস্ততার সঙ্গে) অসুস্থ বোধ করছেন। কী হয়েছে, বলুন।

মিস গা—না, না; কিছু হয়নি, আপনাকে কিছু করতে হবে না।

হরিনাথ—বেশ, তা না হয় না করলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোরালো বলে মনে হচ্ছে। একবার বলছেন অসুস্থ, তারপরেই বলছেন, কিছু হয়নি।

মিস গা—না, মানে বিশেষ কিছু নয়।

হরিনাথ—তবু?

মিস গা—এই ধরুন, পেটটা একটু কামড়াচ্ছে, আর কিছু না।

হরিনাথ—পেট কামড়াচ্ছে! কোন্ দিকটা, বলুন।

মিস গা—কোন্ দিকটা? বলতে পারছি না।

হরিনাথ—(গম্ভীর মুখে) তাহলে একবার দেখতে হয়। আপনি বরং—একটা বিছানা হলে সুবিধে হত—আচ্ছা,—এই সোফাটার ওপরেই শুয়ে পড়ুন।

মিস গা—বললাম তো, তেমন কিছু নয়। ও আপনি সেরে যাবে। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।

হরিনাথ—বিলক্ষণ! কষ্ট কি বলছেন। এই তো আমাদের কাজ। আপনাকে যদি একটু relief দিতে পারি, তার চেয়ে বড় আনন্দ আর কি আছে? তাছাড়া, পেট কামড়ানোটাকে আপনি বলছেন, কিছু না। কিন্তু এর পেছনে কত কি জটিল কারণ থাকতে পারে, একবার ভেবে দেখুন।

মিস গা—জটিল কারণ !

হরিনাথ—হুঁ, এই যেমন ধরুন, ডিসেন্ট্রি, কোলাইটিস, ক্যানসার, টিউমার, গ্যাসট্রিক আলসার, কিংবা God forbid, it may be a case of অ্যাপেনডিসাইটিস্

মিস গা—(ভীতকণ্ঠে) না, না, এসব তো আমার কিছু হয়নি।

হরিনাথ—না হলেই ভাল। তবে যদি সত্যিই কিছু হয়, ঐ হাতুড়ে-টাতুড়ের হাতে পড়ে কষ্ট পাবেন কেন ? আমি তো রয়েছি। যখনই হোক, একটা খবর দিলেই চলে আসব। কোনরকম সঙ্কোচ করবেন না। কেমন ?

[মিস গাঙ্গুলী মাথা নাড়লেন]

আচ্ছা, তাহলে এখন চলি। আপনি বিশ্রাম করুন।

[প্রস্থান]

মিস গা—কী ভয়ানক ! এদের লড়াইটা শেষকালে শুরু হল আমার বাড়িতে !

[ঘড়িতে এগারটা বাজার শব্দ]

এ কি ! এগারটা বেজে গেল ? উঃ, মাথাটা সত্যিই বড্ড ধরেছে। বিপিনটাও হয়েছে যেমন

ভুলো। সদর দরজা খোলা রেখেই লম্বা হয়েছে। যাই, বন্ধ করে দিয়ে আসি।

[হরনাথের প্রবেশ]

হরনাথ—আপনি বাইরে যাচ্ছিলেন বুঝি? মাথাধরাটা কমেনি তাহলে?

মিস গা—(হতাশভাবে বসে পড়ে) আবার আপনি!

হরনাথ—হুঁ, আসতে হল। যেরকম ক্রনিক মাথাধরা দেখে গেলাম, মনে হল immediate step না নেওয়াটা অন্যায় হবে। ডিস্‌পেনসারি থেকে তাড়াতাড়ি ইনজেকশনটা নিয়েই ছুটে আসছি।

মিস গা—ইনজেকশন! ইনজেকশন আমার কোনো দরকার নেই।

হরনাথ—(উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে) দেখুন, মিস্ গাঙ্গুলী, আপনার মত শিক্ষিতা মহিলার কাছ থেকে এরকম কথা শুনতে হবে, একেবারেই আশা করিনি। পেশেণ্টের পক্ষে কোনটা দরকার, আর কোনটা দরকার নয়—স্থির করবার ভার তার ওপর, না তার ডাক্তারের ওপর? আমি বলছি, এই ইনজেকশন আপনার অবশ্যই দরকার। আপনি চট করে হাতটা বাড়িয়ে দিন তো।

মিস গা—(অনুনয়ের সুরে) কিন্তু সত্যি বলুন তো, আমার

কী হয়েছে যে মিছিমিছি একটা ইনজেকশন দিতে চাইছেন ?

হরনাথ—কী হয়েছে মানে ? আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, anything may happen any moment. যে কোনো রকমের brain attack কিংবা nervous breakdown.

মিস গা—(ভীত কণ্ঠে) nervous breakdown ? কেন ?

হরনাথ—কেন ? এইবার হাসালেন আপনি। এই 'কেন'র কি উত্তর আছে ? একটা কারণ বলতে পারেন—যতই লেখাপড়া শিখে থাকুন, you are a woman, অর্থাৎ ডাক্তারি শাস্ত্রমতে একতাল nerves. সেগুলো যখন তখন জট পাকিয়ে যায়। কেন যায়, কেউ বলতে পারে না। এই chronic মাথাধরাটা তারই একটা লক্ষণ। দিন, হাত দিন।

মিস গা—Nervous breakdown ! সত্যি, আমার মাথাটা বড্ড ঘুরছে, ডাক্তারবাবু। কি করবো বলুন তো ?

হরনাথ—এখ্‌খনি শুয়ে পড়ুন।

মিস গা—শুয়ে পড়বো ?

হরনাথ—হ্যাঁ ;

[মিস গাঙ্গুলী সোফার উপরে শুয়ে পড়লেন]

হাতটা দেখি।

[মিস গাঙ্গুলী কেমন আচ্ছন্নের মত হাত বাড়িয়ে দিলেন। তার উপর ইনজেকশন দেওয়া হল]

মিস গা—উঃ, বড্ড লাগছে।

হরনাথ—এই তো, এখনি সেরে যাবে।

[খানিকটা হাত বুলিয়ে দিয়ে হাতখানা ধরে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন]

মিস গা—কি দেখছেন ?

হরনাথ—(চমকে উঠে) না, কিছু না। (স্বল্প বিরতির পর উদাস সুরে) ভাবছিলাম, ডাক্তারির মত এত বড় একটা নিষ্ঠুর প্রফেশন সংসারে বোধহয় আর কিছুই নেই।

মিস গা—সেটা কি আপনি এতদিনে বুঝতে পারলেন ?

হরনাথ—হ্যাঁ ; ঠিক এই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম মিস্ গাঙ্গুলী। বুঝতে পারলাম বললে সবটুকু বলা হবে না। It is a realisation—বলতে পারেন—উপলব্ধি। এই পদ্ম কোরকের মত হাত, তাতেও আমাদের সূঁচ ফোটাতে হয়।

[মিস গাঙ্গুলী হঠাৎ এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে বসলেন এবং রূঢ় দৃষ্টিতে তাকালেন ডাক্তারের দিকে]

না, না, না, উঠবেন না। এবার আপনার ছুটি।

আর বিরক্ত করবো না। কাল সকালে এসে একবার খবর নিয়ে যাবো। গুড্ বাঈ···

[প্রস্থান]

মিস গা—আচ্ছা, খবর নেওয়াচ্ছি কাল। (উচ্চকণ্ঠে) বিপিন, বিপিন···

[নেপথ্যে 'যাই দিদিমণি']

মিস গা—এতক্ষণে 'যাই দিদিমণি'।

[চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিপিনের প্রবেশ]

বিপিন—কী বলছিলে ?

মিস গা—বলছিলাম, বেঁচে আছ তো ? দরজা খোলা রেখেই নাক ডাকাচ্ছিস, আর এই কশাই ডাক্তারটা এসে জোর করে সূঁচ ফুটিয়ে গেল। বাঃ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুম শুরু হল। ···বিপিন ··

বিপিন—(চমকে উঠে) অ্যাঁ! কী বলছ ? সূঁচ সুতো চাই ? এখখনি নিয়ে আসছি।

মিস গা—থাক, সেটা বরং কাল দিও। এখন দয়া করে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো।

বিপিন—দরজা তো ক-খো-ন বন্ধ করেছি।

মিস গা—ও, তাহলে এই ডাক্তারগুলো সব পাঁচিল টপকে আসছে আর যাচ্ছে!

[হরিনাথের প্রবেশ]

হরিনাথ—আজ্ঞে না ; হরনাথ তো দেখলাম, খোলা দরজা দিয়ে ঢুকল, এবং খোলা দরজা দিয়েই বেরিয়ে গেল।

বিপিন—খোলা দরজা দিয়ে! তাই নাকি ?

[দাঁতে জিভ্ কেটে দ্রুত প্রস্থান]

[মিস গাঙ্গুলী হতাশভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন]

হরিনাথ—হেঁ, হেঁ, হেঁ। বড় অসময়ে এসে পড়েছি, কি বলেন ?

মিস গা—(রুষ্টভাবে) কী বলতে চান আপনি ?

হরিনাথ—আজ্ঞে, বিশেষ কিছু নয়। আপনি বলছিলেন কি না, যে আপনার কোনো অসুখ করেনি। হরনাথ তাহলে এতক্ষণ কিসের ট্রিট্‌মেণ্ট করছিলেন, এইটুকুই শুধু জানতে এলাম।

মিস গা—(তিক্তস্বরে) কেন, আপনারা সবাই যা করে থাকেন। সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করে তোলাই তো আপনাদের ট্রিট্‌মেণ্ট।

হরিনাথ—তাই নাকি ?

মিস গা—তা ছাড়া আর কি ? এই দেখুন না, কথা নেই, বার্তা নেই, জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলেন একটা ইনজেকশন।

হরিনাথ—ইনজেকশন! কোথায়, দেখি ?

মিস গা—এই তো এই ডান হাতে। উঃ, হাতটা আর নাড়তে পারছি না।

হরিনাথ—(গম্ভীর ভাবে) আপনার বাঁ-হাতটা এদিকে বাড়িয়ে দিন তো।

মিস গা—(সবিস্ময়ে) কেন?

হরিনাথ—কেন আবার কি? একটা হাতুড়ের কাছে আমাকে হার মানতে হবে? My prestige at stake.

মিস গা—তাই বলে, আপনি বিনা কারণে আমাকে ইনজেকশন দিতে চান?

হরিনাথ—বিনা কারণ মানে? আপনি জানেন না, ঐ একটা ছাড়া ওর আর needle নেই। তাও সেই মান্ধাতার আমলের। যেমন ভোঁতা তেমনি মরচে ধরা। ওটা দিয়ে ও শুধু মানুষ ফোঁড়ে না, দরকার হলে গরু ঘোড়াও ফোঁড়ে।

মিস গা—(ভীত স্বরে) বলেন কি!

হরিনাথ—আপনি যাকে ইচ্ছা জিজ্ঞেস করতে পারেন।

মিস গা—তাই এত যন্ত্রণা হচ্ছে!

হরিনাথ—যন্ত্রণার এখনি কি হল?

মিস গা—(অসহায় করুণ সুরে) কী হবে, ডাক্তারবাবু!

হরিনাথ—কী আর হবে? ও একটা দিয়েছে, আমাকে দুটো দিতে হবে।

মিস গা—খুব লাগবে না তো ?

হরিনাথ—ডেয়ো পিঁপড়ের কামড় খেয়েছেন ?

মিস গা—তা খেয়েছি।

হরিনাথ—বাস, তার বেশী লাগবে না। এ হরনাথ হাতুড়ের স্ুঁচ নয়। দিন, হাত দিন।

[মিস গাঙ্গুলী হতাশভাবে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। হরিনাথ একটা ইনজেকশন লাগালেন]

মিস গা—(ক্লান্ত স্বরে) উঃ, আর পারছি না। এবার আমি শোবো।…ঝিটাকেও সকাল সকাল ছেড়ে দিলাম।

হরিনাথ—বেশ তো, চলুন, আমি আপনাকে বিছানায় পৌঁছে দিই। বাকীটা ওখানেই দেওয়া হবে।

[মিস গাঙ্গুলী হাত বাড়িয়ে দিলেন। হরিনাথ তাকে ধরে ধরে নিয়ে চললেন। তুজনের ভিতরের দিকে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

থানা। প্রশস্ত ঘর। বড় একটা পালিশ উঠে যাওয়া কাঠের টেবিল। তার উপরে অগোছালো কাগজ-পত্রের ভিড়। এক-দিকের চেয়ারে অফিসার-ইন-চার্জ বসে কী একটা পড়ছেন। পরনে লুঙ্গীর উপর খাকী ইউনিফর্ম সার্ট। পায়ে স্যাণ্ডাল। তার সামনে আর একটা চেয়ারে হরনাথ উদগ্রীব হয়ে বসে আছেন।

ঘরের সামনে বারান্দার একাংশ দেখা যাচ্ছে। সেখানে টুলে বসে ইউনিফর্ম-পরা কনস্টেবল খৈনি টিপছে।

ও-সি—(মাথা নেড়ে) না, এ এজাহার আমরা নিতে পারি না। আপনি ইচ্ছে করলে কোর্টে গিয়ে মামলা করতে পারেন। এ নিয়ে পুলিশ-কেস্ হয় না।

হরনাথ—বলেন কি স্যর ? এরকম গুরুতর ব্যাপারেও যদি পুলিশের সাহায্য না পাওয়া যায়—

ও-সি—এর মধ্যে 'গুরুতর'টা কোথায় দেখলেন ? এ সব ঘটনা আজকাল আকছার হচ্ছে। বলতে গেলে, ঘরে ঘরে। এ নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে আমাদের চলে না।

হরনাথ—কিন্তু, স্যর, আমার দিকটা একবার দেখুন। লোকের কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে। আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল।

ও-সি—আপনার সর্বনাশ, কিন্তু ওদের তো পৌষমাস। তাছাড়া ঐ ছেলেটার দোষ কি ? আপনার মেয়ে যদি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে তার সঙ্গে চলে গিয়ে থাকে, ওর অপরাধটা কোথায় ?

হরনাথ—কী বলবো স্যর, মেয়েটা এমনিতেই বড় অভিমানী। তার ওপর আমরা একটু বকেছিলাম। সেই সুযোগে ঐ ছোঁড়া তাকে ফুসলে নিয়ে পালিয়েছে।

ও-সি—শুধু এটুকুতেই কি আর পালায়? আগে থেকে নিশ্চয় কিছু আছে ওদের মধ্যে।

হরনাথ—কিচ্ছু না। হয়তো একটা সাময়িক ঘোর।

ও-সি—আপনি বলছেন ঘোর, ওরা বলবে ওটা ভালবাসা। আমাদের সংবিধানে ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর কতখানি জোর দেওয়া হয়েছে, জানেন তো? এই ভালবাসাটাও হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা। এখানে আপনারই বা কি করবার আছে, পুলিশই বা করবে কি? বেশি কিছু করতে গেলে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে হয়তো পুলিশের বিরুদ্ধে উল্টো মামলা দায়ের করে বসবে। তখন চাকরি নিয়ে টানাটানি।

হরনাথ—কিন্তু আপনি যা বলছেন সে সব ব্যাপার তো একদিনও আমরা টের পাইনি।

ও-সি—আপনি হাসালেন মশাই। আপনি কি আশা করেন, আপনাকে নোটিস-টোটিস দিয়ে তবে ওরা ভালবাসতে শুরু করবে?

হরনাথ—তাহলে কি এ ছেলেটার বিরুদ্ধে কিছুই করবার নেই?

ও-সি—কিছু না। তবে যদি বলেন, ঐ ছেলেটা আপনার বাড়িতে ঢুকে আপনার মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, শুধু বললে হবে না, পাড়ার দুচারজন

সাক্ষী যোগাড় করে যদি প্রমাণ করতে পারেন, যে তারা দেখেছে ধরে নিয়ে যেতে, কিংবা মেয়ের চিৎকার শুনেছে, তাহলে আপনার এজাহার নিতে পারি, মামলাও চলতে পারে।

হরনাথ—যাকে ধরে নিয়ে যাওয়া বলে, তা হয়তো করেনি, কিন্তু নানা রকম উপায়ে মেয়েটার ওপর জোর খাটিয়েছে, সে-কথা তো সকলেই জানে।

ও-সি—নানা রকম উপায়টা কি রকম?

হরনাথ—এই ধরুন, একনম্বর তার অ্যাকটিং। মেয়েটাকে দেখতে পেলেই হেঁড়ে গলায় এমন ভ্যা-ভ্যা শুরু করবে, শুনলে আমারই মাথা ঝিম ঝিম করে, আর ও তো ছেলেমানুষ। তার চেয়েও মারাত্মক ঐ রবিঠাকুরের কবিতাগুলো। গভীর রাতে ওদের ঐ একতলা বাড়ির ছাদের ওপর পায়চারি করতে করতে চালিয়ে যাবে একটানা recitation. শুধু মুখ বেঁধে নিয়ে যাওয়াটাই জোর, আর ঐগুলো জোর নয়?

ও-সি—হয়তো মুখ বাঁধার চেয়েও বেশি জোর, কিন্তু আইনের কেতাবে ওগুলোর উল্লেখ নেই। ওতে আপনার মামলা টিঁকবে না। তার চেয়ে এক কাজ করুন না কেন?

হরনাথ—(সাগ্রহে) কী কাজ বলুন।

ও-সি—দুটোকে গেঁথে ফেলুন।

হরনাথ—গেঁথে ফেলবো!

ও-সি—মানে, বিয়ে দিয়ে দিন।

হরনাথ—(উঠে দাঁড়িয়ে) বিয়ে? ঐ হাতুড়ে ব্যাটার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে! আপনি বলছেন কি মশাই? My position in danger!

ও-সি—বেশ, তাহলে এবার আসুন। থাকুন আপনার ঐ position নিয়ে। মেয়ের আশা আর করবেন না।

হরনাথ—গোল্লায় যাক, জাহান্নামে যাক হতভাগী। 'মান'-এর চেয়ে মেয়ে বড় নয়।

[সরোষে প্রস্থান]

ও-সি—দরওয়াজা।

[নেপথ্যে—'হুজুর']

[পাহারাওয়ালার প্রবেশ এবং বুট ঠুকে সেলাম]

আউর কৈ হ্যায়?

পাহারাওয়ালা—কৈ নেই; ও গণশা হ্যায়।

ও-সি—কোন্ গণশা?

[জেল ফেরৎ দাগী গণেশের প্রবেশ]

গণেশ—নমস্কার বড়বাবু।

ও-সি—কি রে গণেশ, করে বেরোলি? (হঠাৎ তাকিয়ে)

আরে, জেলে গিয়ে দিব্যি মোটাসোটা হয়ে এসেছিস দেখছি। ঘানি-টানি টানতে হয়নি বুঝি ?

গণেশ—ঘানি কোথায় যে টানব, বড়বাবু ? ও-সব আপদ উঠে গেছে। ঘানি গেছে, চাকি গেছে, ঢেঁকি গেছে, এখন জেলে আর কোন কষ্ট নেই। দিব্যি খাও, দাও, খেলাধুলো গান-বাজনা করো। তার ওপর আবার মাইনে।

ও-সি—মাইনে ? কয়েদীরা আবার মাইনে পায় নাকি ?

গণেশ—আজ্ঞে, রোজ ছ-আনা করে। আদ্ধেক জমা রাখতে হয়, বাকী আদ্ধেক খরচা কর। বিড়ি তামাক খাও, সাবান-টাবান মাখো, জুতো পরতে চাও তাও চলবে ঐ টাকা থেকে।

ও-সি—বলিস কিরে ! তাহলে জেল খাটার নাম করে কদিন বেশ চাকরি করে এলি ?

গণেশ—(অত্যন্ত খুশি হয়ে) হেঁ-হেঁ। বেশি কাজ করলে আবার ওভারটাইম আছে, হুজুর।

ও-সি—বাঃ, তবে তো আরো মজা। আচ্ছা, ঐ আদ্ধেক, যেটা জমা থাকে বলছিলি, তা দিয়ে কী হয় ?

গণেশ—খালাসের সময় দিয়ে দেয়। আপনার আশীর্বাদে একশ ছ টাকা বারো আনা নিয়ে বেরিয়েছি। যাদের ভারী মেয়াদ, তারা পকেট ভারী করে ফেরে।

ও-সি—কী করেছিস টাকা দিয়ে ?

গণেশ—খরচা হয়ে গেল। দুটো জামাকাপড় কিনলাম, একটু ভালোমন্দ খেলাম দুদিন। তারপর অনেকদিন আটকা ছিলাম। একটু ফুর্তিটুর্তি—আপনি তো সবই জানেন, হুজুর। (লজ্জার অভিনয়) গোটা তিনেক টাকা পড়ে আছে।

[পকেটে হাত দিল]

ও-সি—বেশ তো, আবার একটা কিছু করে ঢুকে পড়।

গণেশ—আপনার দয়া।

ও-সি—আমার দয়া কিরে !

গণেশ—আজ্ঞে, দাগী তো হয়েই আছি। কোথাও কিছু হলে—

ও-সি—চালান দিয়ে দেবো, এই তো ?

গণেশ—(মৃদু হেসে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে একটু পরে) তবে চুরি-টুরিতে দেবেন না হুজুর। ওতে কোনো লাভ নেই। চার-ছমাস কি বড় জোর এক বছর আটকে রাখবে। সেই যাকে বলে, এঁটো মুখও হল, পেটও ভরল না। তার চেয়ে যদি একটা ডাকাতি কেস্‌এ—

[ব্যস্তভাবে হরিনাথের প্রবেশ]

আমি এখন যাই, বড়বাবু। আরেক সময় আসবো।

ও-সি—আচ্ছা।

[গণেশের নমস্কার ও প্রস্থান]

(হরিনাথের প্রতি) কী চাই আপনার ?

হরিনাথ—ভয়ানক বিপদ হয়ে গেছে, বড়বাবু।

ও-সি—এজাহার দিতে এসেছেন ?

হরিনাথ—আজ্ঞে।

ও-সি—কী হয়েছে, চুরি ?

হরিনাথ—না, চুরি নয়।

ও-সি—ডাকাতি ?

হরিনাথ—আজ্ঞে না, ওসব কিছু নয়।

ও-সি—তবে কি kidnapping ?

হরিনাথ—হ্যাঁ, স্যর।

ও-সি—আপনার মেয়ে ?

হরিনাথ—মেয়ে নয়, ছেলে।

ও-সি—(সবিস্ময়ে) ছেলে !

হরিনাথ—আর বলবেন না, স্যর, আমার জলজ্যান্ত ছেলেটাকে ঐ হতভাগার রাক্ষুসী মেয়েটা রাতারাতি ধরে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

ও-সি—বাচ্চা ছেলে ?

হরিনাথ—আজ্ঞে না, ঠিক বাচ্চা নয়।

ও-সি—কত বয়স ?

হরিনাথ—এই তেইশ বছরে পড়েছে।

ও-সি—তেইশ বছরে পড়েছে! আর ঐ মেয়েটা?

হরিনাথ—তা, আঠার উনিশ হবে।

ও-সি—আপনি গাঁজা খান না গুলি খান?

হরিনাথ—কী বলছেন?

ও-সি—বলছি, আপনি গাঁজা খান না গুলি খান?

হরিনাথ—ওসব আমার চলে না।

ও-সি—আমার তো বিশ্বাস, বেশ ভাল রকম চলে। একটি আঠারো বছরের মেয়ে একটা তেইশ চব্বিশ বছরের ধেড়ে মদ্দকে ধরে নিয়ে পালিয়ে গেল?

হরিনাথ—আপনি ওর বয়সটাকে শুধু দেখছেন, মেয়েটাকে তো দেখছেন না।

ও-সি—কেন, খুব জাঁদরেল বুঝি?

হরিনাথ—আজ্ঞে না, সে সব কিছু নয়। চেহারায় একেবারে আধুনিকা। মানে শুকনো তালগাছ। কিন্তু যা একখানা অস্ত্র দিয়েছেন ভগবান, তেইশ কি বলছেন, তিপান্নকেও সে অনায়াসে কানে ধরে নিয়ে যেতে পারে।

ও-সি—তা আর নেয় কই? নেয়না বলেই তো তিপান্নদের এত রাগ। সে যাক গে। অস্ত্রটা কি, শুনি?

হরিনাথ—গান, রবিঠাকুরের গান।

[ও-সি মাথা নাড়লেন]

পাশের বাড়িতে বসে ঐ অস্ত্র যদি ক্রমাগত

চালান যায়, ছেলে-ছোকরাগুলো কাত হতে কতক্ষণ ?

ও-সি—ঠিক। তাহলে ঐ গানের টানেই ছেলে আপনার বেরিয়ে পড়েছে, এই তো ?

হরিনাথ—আজ্ঞে, না। ঘরে বসে যা-ই করুক, বেরিয়ে পড়বার ছেলে সে নয়। অনেক রাত্রে আমার বাড়ি চড়াও করে ঐ ছুঁড়িটা তাকে জোর করে বের করে নিয়ে গেছে। It is a case of abduction.

ও-সি—প্রমাণ আছে আপনার হাতে ?

হরিনাথ—আছে বৈকি ? এই দেখুন না।

[পকেট থেকে একটা দুল বের করে টেবিলে রাখলেন]

ও-সি—(তুলে নিয়ে) দুল ! কার দুল এটা ?

হরিনাথ—কার আবার ? ঐ নেলীর।

ও-সি—কোথায় পেলেন ?

হরিনাথ—আমার ছেলের খাটের নীচে।

ও-সি—সেখানে এই দুল এল কি করে ?

হরিনাথ—যদ্দূর বুঝতে পারছি, ঐ ডাইনীকে দেখে ছেলেটা নিশ্চয়ই খাটের নীচে গিয়ে লুকিয়েছিল। টেনে বার করতে গিয়ে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়ে থাকবে। তার ফলে ঐ দুলটা পড়ে গেছে।

ও-সি—(গম্ভীর ভাবে) I See. এতো যে-সে মেয়ে নয়।

হরিনাথ—যে-সে মেয়ে কি বলছেন? রীতিমত গুণ্ডা, I mean গুণ্ডী। তাইতো আপনার কাছে ছুটে এলাম, বড়বাবু। পুলিশের সাহায্য ছাড়া ঐ মেয়ের কবল থেকে ছেলেটাকে উদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব।

ও-সি—পুলিশের কি আর সেদিন আছে মশাই; সাহায্য করবো কী দিয়ে বলুন।

হরিনাথ—কেন?

ও-সি—দেশ স্বাধীন হয়েছে টের পাননি? এখন আমাদের একমাত্র অস্ত্র হল বক্তৃতা।

হরিনাথ—বক্তৃতা!

ও-সি—অহিংস-নীতি আর গণ-সংযোগ। মারমুখী জনতা তেড়ে আসছে? আসুক। ইঁট-পাটকেল আর সোডার বোতল ছুঁড়ে মাথা উড়িয়ে দিচ্ছে? দিক। হাতজোড় করে বলতে হবে—বন্ধুগণ, আপনারা উত্তেজিত হবেন না। অনুগ্রহ করে শান্ত হউন।

হরিনাথ—শান্ত হউন! তাহলে এই লাঠি-শোটা-গুলি-বন্দুক রয়েছে কিসের জন্য?

ও-সি—আগে থেকে ছিল, তাই রয়েছে। ব্যবহার করবার উপায় নেই। বন্দুক দূরের কথা, একটা লাঠি উঁচিয়ে ধরেছ কি সঙ্গে সঙ্গে জুডিসিয়েল এন্‌কোয়ারি।

হরিনাথ—তাহলে উপায় ?

ও-সি—উপায় কোর্টে যাওয়া। অবিশ্যি তাতেও বিশেষ ফল হবে বলে মনে হয় না।

হরিনাথ—ফল হবে না ?

ও-সি—Abduction মানে অসদুদ্দেশে নারীহরণ। নারী কর্তৃক নরহরণ, আপনার যা case, abduction-এর আওতায় পড়ে কিনা, সেটা আইনের প্রশ্ন। আর একটা উপায় আছে।

হরিনাথ—কি উপায়, বলুন।

ও-সি—আপনার ছেলেকে যে হরণ করেছে, আপনি তাকে বরণ করে নিয়ে আসুন। বলেন তো সে বিষয়ে আমাদের missing squad আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

হরিনাথ—(সক্রোধে) থাক, চাইনা আপনাদের সাহায্য। পুলিশের যেটা আসল কাজ তার নামে দেখা নেই, যত সব—

ও-সি—আহা, চটছেন কেন, ওটাও আমাদের কাজ! আমরা কখনো peace maker, কখনো match maker.

[হরিনাথের প্রস্থানোদ্যোগ]

চললেন যে ? আপনার আপত্তিটা কিসে ? জাতে বাধছে ?

হরিনাথ—না।

ও-সি—তবে কি 'মান'এ?

হরিনাথ—(সে কথার উত্তর না দিয়ে) ঐ ছুঁচোর মেয়ে আসবে আমার ঘরে! আমি বেঁচে থাকতে? My prestige at stake.

[সবেগে প্রস্থান]

[ও-সি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। একজন সহকারীর প্রবেশ]

সহকারী—কী হল, স্যার? অত হাসছেন যে?

ও-সি—আহা, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুটো চমৎকার কেস্ মিস্ করলে।

সহকারী—ঠিক মিস্ করিনি। ওঘরে বসেই শোনা যাচ্ছিল কিছু কিছু।

ও-সি—ও, শুনেছ তাহলে? কিন্তু আসল আসামীটি কে বল দিকিনি?

সহকারী—পাল্টা মামলার ব্যাপার যখন, ঐ ছেলে মেয়ে তুজনেই আসামী।

ও-সি—উঁহু। আসল আসামী হচ্ছেন রবিঠাকুর।

সহকারী—রবিঠাকুর!

ও-সি—তাছাড়া কি? একদিকে তাঁর কবিতা, আর একদিকে তাঁর গান।

সহকারী—(গম্ভীর মুখে) ঠিক বলেছেন স্যার।

ও-সি—সুতরাং আমাদের কিছু করবার নেই।

সহকারী—কিন্তু ওরা যদি কোর্টে যায়?

ও-সি—কোর্টই বা কি করবে? বিশ্বকবি! ইণ্ডিয়ান কোর্টের jurisdiction কোথায়?

[সহকারী বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন। ও-সি অট্টহাসির ঝড় তুললেন।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শিয়ালদ স্টেশনের কাছাকাছি বড রাস্তার উপরে 'কল্যাণী বোর্ডিং' এর আফিস ঘর। মাঝ বরাবর একটা টেবিল। তার উপরে খাতা-পত্রের স্তূপ। একধারে মালিক কালীবাবু বসে আছেন। বয়স ষাটের কাছাকাছি। টেবিলের উল্টো দিকে খান দুই খালি চেয়ার। পেছনের দেয়ালে একখানা ব্ল্যাক বোর্ড। তার এক দিকে সাদা রংএ লেখা ক্রমিক নম্বর—১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি, অন্যদিকে চক্-পেন্সিলে লেখা বিভিন্ন সংখ্যা। দেয়াল ঘড়িতে সময় দেখা যাচ্ছে পাঁচটা বেজে কয়েক মিনিট। কালীবাবুর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। হাতে সিগারেট।

[বাজার সরকার কানাই এর প্রবেশ]

কানাই—কী ভাবছেন দাদা ?

কালী—ব্যাপারটা কেমন যেন একটু গোলমেলে ঠেকছে। ভালো করে খোঁজ খবর না নিয়েই একেবারে ওপরে নিয়ে তুললে ?

কানাই—গোলমালটা কোথায় দেখছেন ? দিব্যি এক জোড়া পার্মানেণ্ট বোর্ডার।

কালী—ভাবছি, শেষ পর্যন্ত পার্মানেণ্ট আপদ না হয়ে বসে। তুমি বলছ, স্বামী স্ত্রী। তাই যদি হয়, তো দুখানা ঘর চাইছে কেন ?

কানাই—আহা, শুনলেন তো ছেলেটা কি বললে। বড় লোকের মেয়ে, চব্বিশ ঘণ্টা একখানা ঘরে শোয়া বসা, নড়া চড়ার অভ্যেস নেই। কষ্ট হবে। তাই সঙ্গে আর একটা ঘর চাই।

কালী—(মুখ কাঁচু-মাচু করে) উহুঁ! তাছাড়া নামেও গণ্ডগোল রয়েছে।

[অশোকের প্রবেশ]

এই যে আসুন স্যার। আপনাকে একটু কষ্ট দিতে হল।

অশোক—কষ্ট কিসের? বলুন।

[চেয়ার টেনে বসল]

কালী—(বোর্ডিং রেজিষ্টার খুলে ধরে) এই দেখুন। এটা তো আপনার লেখা? এই অশোক ধর? আর নিচের সইটা বুঝি ওঁর?

অশোক—হুঁ।

কালী—কিন্তু এই শব্দটা তো' 'ধর' বলে মনে হচ্ছে না। স্পষ্ট লেখা রয়েছে নীলিমা কর।

অশোক—(চমকে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ভাব গোপন করে) ও, ওটা তাড়াতাড়িতে ঐ রকম হয়ে গেছে 'ক' আর 'ধ' খুব কাছাকাছি তো?

কালী—কাছাকাছি! কোথায় 'ক' আর কোথায় 'ধ'।

অশোক—মানে, লেখার দিক দিয়ে কাছাকাছি। এই দেখুন না ?

[টেবিলের উপর থেকে একটা চক্-পেন্সিল তুলে নিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তারপর হঠাৎ দেয়ালে ব্ল্যাক বোর্ডের কাছে ছুটে গিয়ে লেখাগুলো মুছতে লাগল]

কালী—আহা-হা-হা ! ওকি করছেন ? ওসব দরকারী figure.

অশোক—দরকারী !

কালী—দরকারী না ? কোন্ ঘরে কজন বোর্ডার আছে, ওটা হচ্ছে তার হিসেব।

অশোক—Oh, I am sorry.

কানাই—যাকগে, ও আমি আবার লিখে দেবো। আপনি কি করছিলেন, করুন।

অশোক—(একটা 'ব' লিখে) এই দেখুন 'ব'। ডানদিকে আকড়ি দিলে হল 'ক'। ঐ আকড়িটা বা কাঁধে তুলে দিন। কী হল ? 'ধ'। নীলিমার ভুল হল, শুঁড়টা 'ব' এর কাঁধে না বসিয়ে নাকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ওটা কিচ্ছু না। এই জন্যেই ডেকেছিলেন তো ?

কালী—নাকে ঝুলিয়ে দিয়েছে ?

অশোক—তাহলে আসতে পারি ?

কালী—আসুন।

অশোক—(যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ, আমাদের আরেক খানা ঘর দেবার কথা ছিল।

কানাই—একটু পরেই দিচ্ছি।

অশোক—তাড়াতাড়ি করুন। সন্ধ্যে হয়ে এল।

[বলতে বলতে প্রস্থান]

কালী—দেখলে তো ? সন্ধ্যের আগেই ওরা ঘর চায়। ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

[একজন প্রৌঢ় বোর্ডার সাগরবাবুর প্রবেশ]

সাগর—কোন্ ব্যাপারটা সন্দেহজনক, কালীবাবু ?

কানাই—কিছুনা, কিছুনা। দাদার সব কিছুতেই সন্দেহ।

সাগর—(কানাইএর প্রতি) আরে মশাই, আপনি তো দেখছি একজন পাককা জহুরী। খাসা একজোড়া কপোত কপোতী আমদানী করেছেন।

[একজন তরুন বোর্ডার সুখেনের প্রবেশ]

সুখেন—কপোত কপোতী! কোথায় ?

সাগর—তিন তলার কোণের ঘরে। ছাখনি ?

সুখেন—"কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চুড়ে।" দেখতে হবে তো। এরা কারা কালীবাবু ?

কালী—জানিনা। ভাবছি, পুলিশে খবর দেবো কিনা।

সুখেন—পুলিশ।

সাগর—পুলিশে খবর দেবেন। কেন, কী ব্যাপার ?

কালী—কানাই বলছে 'স্বামী-স্ত্রী', আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

সাগর—আপনি বলছেন, ভাগিয়ে এনেছে? তা, সরাসরি জিজ্ঞেস করলেই তো হয়।

কালী—কাকে জিজ্ঞেস করবেন?

সাগর—প্রথমে কপোতকে ডাকি, তারপর দরকার হলে কপোতীকেও ডাকা যাবে।

কালী—কী দরকার? তার চেয়ে পুলিশ এসে যা হয় করুক।

সাগর—দাঁড়ান মশাই। হুট করে অমনি পুলিশ ডাকলেই হল? কানাইবাবু, যান ঐ ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে আসুন।

সুখেন—জোড়েই আসুক না।

সাগর—না, না; একজন একজন করে।

[কানাইএর প্রস্থান। সুখেন ও তার অনুসরণ করল এবং একটু পরেই ফিরে এল]

কালী—আপনারা খালি খালি একটা হ্যাঙ্গাম বাধাচ্ছেন।

সাগর—পুলিশ এলে হ্যাঙ্গামটা কিছু কম হবে মনে করছেন? কোর্ট কাছারি করে করেই আপনার পায়ের সুতো ছিঁড়বে।

সুখেন—তাছাড়া, পুলিশ এসে করবেটা কি শুনি?

গোলমাল যদি কিছু থাকে, আরো পাকিয়ে তুলবে। ফয়সালা তো করতে পারবেনা।

[অশোকের প্রবেশ]

অশোক—(কালীবাবুর প্রতি) আমাকে ডেকেছেন ?

সাগর—আমরা ডেকেছি। বসুন। এঃ, আপনি তো দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ মশাই। কলেজে টলেজে পড়েন বুঝি ?

অশোক—(গম্ভীর ভাবে) হ্যাঁ।

সাগর—কোন ইয়ার ?

অশোক—থার্ড ইয়ার।

সাগর—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কিছু মনে করবেন না তো ?

অশোক—বলুন।

সাগর—আচ্ছা, আপনারা কি স্বামী-স্ত্রী ?

অশোক—হঠাৎ সে কথা কেন ?

সাগর—এমনিই, জানতে ইচ্ছে হল।

অশোক—ইচ্ছেটা একটু অদ্ভুত নয় কি ?

সাগর—এই দেখুন, আপনি চটে যাচ্ছেন। আমরা নিতান্ত সরল মনে বলছি। just একটা কৌতূহল, আর কিছু নয়।

অশোক—কৌতূহল ! কিন্তু একে ঠিক healthy কৌতূহল, বলা চলে না।

সুখেন—উনি কিছু ভাঙবেন না, মনে হচ্ছে খালি খালি সময় নষ্ট না করে আমরা বরং—

সাগর—তাই ভালো। চল, আমরা ওঁকেই জিজ্ঞেস করে আসি।

সুখেন—যেতে হবে না। তিনিও বোধ হয় এসে গেছেন।

[কানাইএর সঙ্গে নীলিমার প্রবেশ। কানাই তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার এনে রাখল]

অশোক—এ কি! তুমি এখানে ?

নীলিমা—(কানাইকে দেখিয়ে) উনি ডেকে নিয়ে এলেন।

সাগর—আহা! ওঁকে এখানে টেনে আনবার কী দরকার ছিল ? আমরাই তো যেতে পারতাম। বসুন আপনি। (নীলিমা বসল) আমরা একটা কথা জানবার জন্য আপনার কাছে যাচ্ছিলাম। আশা করি বলতে আপত্তি হবে না।

নীলিমা—কী কথা, বলুন।

সাগর—বিশেষ কিছু নয়। এই, আপনাদের বিয়েটা কদ্দিন হল হয়েছে, কী মতে হয়েছে, মানে আপনার সিঁথিতে সিন্দুর দেখছি না, কিনা ?

নীলিমা—বিয়ে হয়নি।

সাগর—হয়নি !

কালী—এই দেখুন, আমি বলিনি ?

নীলিমা—তার জন্য এখানে আমাদের থাকায় যদি কোনো আপত্তি থাকে, আমরা এখনি চলে যাচ্ছি।

সুখেন—না, না, না। চলে যাবেন কেন? আর আমরা যেতেই বা দেবো কেন?

কানাই—নিশ্চয়ই; চলে গেলে 'কল্যাণী বোর্ডিং'-এর দুর্ণাম হবে। ওঁরা তো স্টেশনেই থাকতে চেয়েছিলেন। আমি অনেক করে বলে কয়ে নিয়ে এলাম।

সাগর—আপনি আমাদের ভুল বুঝেছেন। আপনাদের কোনো রকম অসুবিধায় ফেলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

সুখেন—বরং কোনো ভাবে সাহায্য যদি করতে পারি, চেষ্টার ক্রুটি করবো না।···

সাগর—আচ্ছা, আপনি আসুন। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। কষ্ট দিলাম বলে কিছু মনে করবেন না।

[নীলিমা উঠে দাঁড়াল]

যান কানাইবাবু, ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আসুন।

[কানাই ও নীলিমার প্রস্থান]

কালী—(অশোককে দেখিয়ে) ওঁকেই বা বসিয়ে রাখছেন কি জন্যে?

সাগর—তাতে আর কী হয়েছে? নতুন এলেন আমাদের বোর্ডিংএ। একটু আলাপ সালাপ করি।

[কালী মুখে একটা নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়ে কাজ করতে লাগলেন]

আপনার নামটা যেন কী, ভাই ?

অশোক—অশোক ধর।

সাগর—আচ্ছা, জিনিসটা আপনারা এ ভাবে নিচ্ছেন কেন, অশোকবাবু ? আমাদের বন্ধু বলেই মনে করুন না ? কি ব্যাপার খুলে বলুন দেখি। অভিভাবকেরা বেঁকে দাঁড়িয়েছেন, এই তো ?

[অশোক নীরব]

সুখেন—সেটা আমি আগেই বুঝেছি। আমি যে ভুক্তভোগী কিনা ?

সাগর—তুমি! কই, অ্যাদ্দিন তো কিছু বলনি ?

সুখেন—বলব আর কি, দাদা ? শেষ রক্ষাই যে হল না। সে যাক্। (অশোকের প্রতি) আচ্ছা, আর কোনো বাধা নেই তো ? আপনাদের মিলনের ব্যাপারে বলছি। এই যেমন, ভিন্ন জাত, এক গোত্তর, রক্তের সম্পর্ক কিংবা ঐ রকম কিছু ?

অশোক—না ; ওসব কিছু না।

সুখেন—ঠিক আমারই মত। যাকে বলে স্রেফ guardianism (একটু থেমে) সাগরদা···

সাগর—কী হে ?

সুখেন—আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।

সাগর—পরামর্শ!

সুখেন—হ্যাঁ ; উনি আর এখানে বসে থেকে কী করবেন ?

সাগর—বেশ। (অশোকের প্রতি) আচ্ছা, আপনি তাহলে ওপরে যান। পরে আবার দেখা হবে।

[অশোকের প্রস্থান]

সুখেন—(সাগরকে ইশারায় এক পাশে সরিয়ে নিয়ে) আপনি যদি একটু মদত্ দেন, তাহলে লাগিয়ে দিই।

সাগর—(সবিস্ময়ে) কী লাগিয়ে দেবে!

সুখেন—মানে, দুহাত এক করা আর কি ?

সাগর—বল কি! জানা নেই, শোনা নেই—

সুখেন—শুনবার যেটুকু, তা তো শুনলেন। জানবার আর আছে টা কি ? তাছাড়া, আমি যে সব নিজেকে দিয়েই জানি, দাদা।

সাগর—ব্যাপারটা তো সোজা নয়। টাকা কড়ির প্রশ্ন রয়েছে।

সুখেন—সে জন্য আপনি ভাববেন না। শুধু ব্যবস্থার ভারটা আপনাকে নিতে হবে।

সাগর—বেশ ; লাগাও। কবে করতে চাও ?

সুখেন—কবে আবার! আজই, এখনই।

সাগর—পারবে ?

সুখেন—পারতেই হবে। এসব কাজে দেরি করলেই বাধা

পড়ে। আমার কী হল, জানেন না? ঠিক এই রকম। এ পক্ষের মামা আর ও-পক্ষের বাবা বেঁকে বসলেন। তুজনে পালিয়ে এলাম কালী-ঘাটে, মালা বদলটা করতে যাবো, ব্যস, বাঁজ পাখীর মত বাবাটি এসে ছোঁ মেরে মেয়েকে নিয়ে উধাও। বিয়েও দিয়ে দিল সেই রাতেই। তারপর থেকে শর্মারাম ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছে।

সাগর—(হেসে উঠলেন) এদের ব্যাপারটাও কি কালীঘাটে সারতে চাও?

সুখেন—না দাদা, কালীঘাটের বিয়েতে মর্যাদা নেই। এখানেই হবে।

সাগর—শুনছেন, ও কালীবাবু—

(কালী চোখ তুললেন)

খাতা-পত্তর ফেলে এবার উঠে পড়ুন। যোগাড়ে লাগতে হবে?

[কানাই-এর প্রবেশ। কী একটা বলতে এসেছিল, থেমে গিয়ে উৎকর্ণ হল]

কালী—কিসের যোগাড়?

সাগর—বিয়ের। বিয়ে হবে আপনার বোর্ডিং-এ।

কালী—কার বিয়ে?

সাগর—কার আবার? ঐ যাদের নিয়ে এসেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন।

কালী—যান, কাজের সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না।

সুখেন—ঠাট্টা নয়, স্যর। আমরা স্থির করে ফেলেছি বিয়ে এখানেই দেবো।

কালী—ক্ষেপেছেন, নাকি? এটা আপনার বাড়ি নয়, বোর্ডিং হাউস।

সুখেন—হলই বা। বোর্ডিং কি আব বাসর হতে পারে না?

কালী—কী যে বলেন? এখানে জায়গা কোথায়? তাছাড়া—

কানাই—জায়গা করে দেওয়া যাবে। অত বড় উঠোন রয়েছে আমাদের।

কালী—(ঝাঁঝিয়ে উঠলেন) তুমি থামো। না, না, ওসব হৈ চৈ, হ্যাঙ্গাম এখানে চলবে না।

সাগর—আপনাব হ্যাঙ্গামটা কোথায়? যা করবার ছেলে ছোকরারাই করবে।

সুখেন—আপনি খালি টাকাটা ফেলে দিয়েই খালাস।

কালী—টাকা!

সুখেন—বাঃ, টাকা ছাড়া বিয়ে হয় নাকি?

কালী—সেটা আমি দেবো!

সুখেন—তবে কে দেবে? এখানে টাকা আছে কার? সব তো অভুভক্ষ্য কেরাণীর দল। আপনিই একমাত্র শাঁসালো ব্যক্তি।

কালী—বেশ, আছি শাঁসালো; তাই বলে এই সব বাজে

হুজুকে টাকা নষ্ট করতে হবে ?

সুখেন—সারা জীবন তো শুধু পাপই করে গেলেন। একটা অন্ততঃ পুণ্যি কাজ করুন, দাদা।

কালী—খুব হয়েছে। এবার দয়া করে আসুন তো। আমার কাজ আছে।

সাগর—সুখেন যখন ধরেছে, কিছু না খসিয়ে ছাড়বে না, কালীবাবু। তবু তো অন্য বোর্ডাররা এখনো টের পায়নি।

কালী—আচ্ছা, আপনারও কি মাথা খারাপ হল, মশাই ? কার বিয়ে কারা দিচ্ছে, আর টাকা দেবো আমি !

সুখেন—কেন দেবেন না শুনি ? এই কল্যাণী বোর্ডিংএর কল্যাণে, এতগুলো লোককে এত বছর ধরে স্রেফ জঙ্গল-চচ্চড়ি, ফেনগোলা ডাল, আর পচা চিংড়ির ঘ্যাঁট খাইয়ে কত টাকা করেছেন হিসেব আছে ? এদিকে একটা ছেলে পিলে নেই যে ভোগ করবে। আচ্ছা, আপনি কী বলুনতো ?

[কালীবাবু নীরব]

সাগর—শুভ কাজের নাম করে চাইছে, কিছু ঝাড়ুন।

কালী—আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়লাম দেখছি।

[ড্রয়ার খুললেন]

সুখেন—উঁহু, ওখানে বোধ হয় হবে না, একটু কষ্ট করে ঘরে গিয়ে সিন্দুকটা খুলতে হবে। অন্ততঃ

শ তিনেক তো এখনই চাই।

কালী—(চোখ কপালে তুলে) তিন শো।

সাগর—তা আজ কালকার দিনে তিন শো আর কটা টাকা।

কালী—(ড্রয়ার থেকে একটা নোটের বাণ্ডিল তুলে নিয়ে টেবিলের উপব ফেলে) একে বলে রীতিমত জুলুম-বাজি!

সুখেন—(বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে) একশো? আচ্ছা, এই দিয়েই আরম্ভ করা যাক। (সাগরেব হাতে দিয়ে) এই নিন, দাদা। আপনি এবার উঠুন। সামনের দোকান থেকে বরের জোড় আর কনের শাড়িটা আগে চট কবে পাঠিয়ে দিন। তারপর আর যা-যা দরকার। আপনি তো সবই জানেন।

সাগর—তা জানি বৈকি? এরই মধ্যে দু দুটো মেয়ে পার করেছি ভাই। একজন পুরুত চাই।

সুখেন—পুরুতের কাজ আমাদের বীরেন ভটচাজ চালিয়ে দেবে।

সাগর—ও জানে তো?

সুখেন—নিশ্চয়ই জানে। অতবড় টিকি রেখেছে কী করতে?

সাগর—দুএকটি এয়োরও তো দরকার। স্ত্রী আচার রয়েছে।

সুখেন—এয়ো! আমরা এতগুলো বোর্ডার থাকতে এয়োর ভাবনা কি?

[মিলিত হাসি। সাগরের প্রস্থান]

কানাইবাবু, আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন? আসর সাজাতে হবে না?

কানাই—পাঁচ মিনিটে করে ফেলছি। দেখুন না?

[প্রস্থান।

সুখেন—আপনিও উঠে পড়ুন, কালীবাবু। চট করে গরদের জোড়টা চাপিয়ে নিন; ঐ যে আহ্নিকের সময় যে-টা পরেন।

কালী—কেন?

সুখেন—বাঃ, কনে সম্প্রদান করতে হবে না?

কালী—কনে সম্প্রদান! আমি! মানে, আমাকে করতে হবে?

সুখেন—নিশ্চয়ই। আপনি ছাড়া কে করবে? এতো আপনার বাড়ির কাজ। বলতে গেলে আপনারই মেয়ের বিয়ে।

কালী—অ্যাঁ! কী বললেন? আমার মেয়ের বিয়ে।

[চোখদুটো ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন কোন দূর অতীতে চলে গেলেন]

আমার বীণা বেঁচে থাকলে আজ অত বড়টাই হত। অকালে চলে গেল।…হ্যাঁ, আমিই করবো। আপনারা কিছু ভাববেন না। আমি স-ব ব্যবস্থা করছি…

[বলতে বলতে প্রস্থান। সুখেন অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কল্যাণী বোর্ডিংএর ভিতরের দিকের উঠোনে বিয়ের আসর। যথারীতি হৈ চৈ হাঁক ডাক এবং বোর্ডারদের কর্ম ব্যস্ততা। তার সঙ্গে মিশেছে সানাইএর সুর। কলাতলা, মঙ্গল কলস, ধূপ, দীপ, বরণ ডালা ইত্যাদি সব আয়োজন প্রস্তুত। কানাইকে বিশেষভাবে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে।

[পুরোহিত বেশে অন্যতম বোর্ডার বীরেন ভট্টাচার্যের প্রবেশ]

কানাই—এই যে বীরেন বাবু, এখখনি আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম। বাঃ, আপনাকে কিন্তু চমৎকার মানিয়েছে। একেবারে আসল পুরুত ঠাকুর।

বীরেন—আসল না তবে কি নকল বলতে চান? আরে মশাই, আমি না হয় কেরাণী গিরি করছি, আর আপনার বোর্ডিংএ বসে অখাদ্য কুখাদ্য খাচ্ছি। কিন্তু আমার ঠাকুরদা ছিলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ন্যায় চুঞ্চু, তর্কপঞ্চানন। একবার এক জমিদার বাড়ির শ্রাদ্ধ সভায়, বুঝলেন কিনা—থাক, সেকথা আরেক দিন বলবো।

কানাই—সেই ভালো। নিন, সব দেখে শুনে নিন। দেখুন আর কিছু চাই কিনা।

বীরেন—দাঁড়ান। (সব দেখে নিয়ে) কিছু না, সব ঠিক আছে।

[সুখেনের প্রবেশ]

সুখেন—বীরেন, এসে পড়েছ? (চারদিকে চোখ বুলিয়ে কানাইএর প্রতি) আরে, করেছেন কি মশাই? দস্তুর মত বিয়ের আসর। এত অল্প সময়ের মধ্যে! আপনি দেখছি ম্যাজিক জানেন)

কানাই—হেঁ, হেঁ, আপনাদের আশীর্বাদে সবই পারি, দাদা।

বীরেন—আর দেরি কেন, এবার বর নিয়ে এলেই হয়।

সুখেন—বর তো রেডি। কিন্তু কালীবাবু যে বেরিয়েছেন, না ফিরলে যে সম্প্রদান শুরু করা যাবেনা।

বীরেন—তার আগে বরকে বরণ করতে হবে। স্ত্রী-আচার আছে। গিন্নীবান্নীদের কাজ।

[সাগরের প্রবেশ]

সুখেন—এই তো সাগরদা এসে গেছেন। পাকা গিন্নী মানুষ। স্ত্রী-আচার টাচার যা কিছু—

সাগর—সব চালিয়ে নেবো। তুমি বর আনতে পাঠাও।

সুখেন—(বেরোতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে কানাইএর প্রতি) একটা শুধু খুঁত রয়ে গেল কানাইবাবু। তার জন্য মনটা খুঁতখুঁত করছে।

কানাই—কী, বলুন না? কানাই সমাদ্দার যতক্ষণ আছে, খুঁত কোথাও থাকবে না।

সুখেন—কনে সাজানোর কোনো ব্যবস্থা করা গেল না। বেচারা নিজেই নিজেকে সাজাচ্ছে।

কানাই—কে বললে? দেখুন না গিয়ে, কি হচ্ছে [redacted]র ঘরে।

সুখেন—দেখবো আর কি? ছেলেরা বড়জোর এক আধটু সাহায্য করছে। কিন্তু চুল বাঁধা, গয়না কাপড় পরানো—এসব তো আর ব্যাটা ছেলেরা পারেনা। বিশেষ করে বয়স্থা মেয়ে—

কানাই—ব্যাটা ছেলেরা করতে যাবে কোন দুঃখে? জলজ্যান্ত মেয়ে রয়েছে তিন চারটে।

সুখেন—মেয়ে!

সাগর—কোত্থেকে আনলে?

কানাই—আমাকে আনতে হবে কেন? নিজেরাই এসেছে। ঐ সামনের সান্যাল বাড়ি থেকে। কলেজে-পড়া স্মার্ট মেয়ে। কল্যাণী বোর্ডিং-এ বিয়ে হচ্ছে, এ খবর কি আর চাপা আছে? গোটা তল্লাটে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুখেন—ব্যস: তাহলে আর বাকী রইল কি?

কানাই—বাকী বকেয়ার কারবার নেই আমার কাছে।

[হঠাৎ উলুধ্বনি ও শাঁখের শব্দ তুমুল হয়ে উঠল। তার মধ্যে বরবেশী অশোককে নিয়ে কয়েকজন বোর্ডারের প্রবেশ। বরকে বরণ-পিঁড়ির উপর দাঁড় করানো হল।]

বীরেন—(সাগরের প্রতি) নিন, বরণ শুরু করুন।

[সাগর বরণ শুরু করল]

এবার কনে আনতে বলুন।

সুখেন—এই, কনে, কনে ····

[কয়েকজন বোর্ডার ছুটে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে নিয়ে এল। সাত পাক ঘুরিয়ে তুলে ধরল শুভ-দৃষ্টির উদ্দেশ্যে। শাঁখ, উলু ও সানাই বেজে চলল]

মুখ তুলে ‘বড় করে তাকান, নীলিমা দেবী। অশোকবাবু, আপনিও ভাল করে দেখে নিন, মশাই।

কানাই—ভালো করে দেখা কি ওদের বাকী আছে?

সাগর—হাজার বার দেখলেও সে দেখা আর এ দেখা আলাদা, বুঝলে? কি বল, সুখেন?

সুখেন—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আমাকে আর কেন জিজ্ঞেস করছেন, দাদা?

[শুভদৃষ্টি এবং মালাবদলের পর বর কনেকে পাশাপাশি বসান হল।

কালীবাবুর প্রবেশ। পরনে গরদের জোড়। হাতে একটা ছোট এটাচি-কেস।]

সুখেন—কালীবাবু একেবারে ঠিক সময়ে এসে গেছেন। এবার তোমার সম্প্রদান আরম্ভ কর, ভটচাজ।

কালী—তার আগে এই কাজটুকু সেরে নিই। বিয়ের আগেই করবার কথা। একটু অসময় হয়ে গেল।

সাগর—অসময় কেন হবে? শুভকার্যে সব সময়ই সুসময়।

[কালীবাবু নীলিমার সুমুখে গিয়ে বসলেন। কেস্ খুলে একজোড়া ব্রেসলেট বের করলেন।]

কালী—দেখি মা, তোমার হাত দুটো।

[নীলিমা কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে দিল। কালীবাবু গয়না দুটো পরিয়ে দিতেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মাথা তুলতেই দেখা গেল তার দুচোখে জল।]

থাক, থাক; সুখী হও, মা।

[কালীবাবু তখন অশোকের সামনে এসে এক সেট বোতাম তার হাতে দিলেন। অশোক তার পায়ের ধুলো নিল। এমন সময় ভিড়ের ভিতর থেকে কে বলে উঠল—পুলিশ! সকলে চমকে উঠে তাকাল বাইরের দিকে।

জনদুই সিপাই সহ পুলিশ অফিসারের প্রবেশ।]

পুলিশ অফিসার—মাপ করবেন, এখানে অশোক ধর বলে কেউ আছেন? (এগিয়ে এসে) এই যে, আপনার নাম অশোক ধর?

[অশোক চোখ তুলে তাকাল]

আর আপনিই তো নীলিমা কর ?

[নীলিমা মাথানত করল]

আপনাদের নামে ওয়ারেণ্ট আছে। থানায় যেতে হবে।

তৃতীয় দৃশ্য

মফঃস্বল সহরের কোর্ট। মঞ্চের উপর লাল শালু ঘেরা (দু-জায়গায় ছেঁড়া) বেষ্টনীর মধ্যে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট আসীন। থমথমে ভারিক্কি মুখ। তার উপর মোটা গোঁফ। পরনে প্যাণ্ট ও গলাবন্ধ কালো কোট। তাঁর বাঁ পাশে অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় আলাদা চেয়ার টেবিলে পেসকার বসে কাজ করছেন। খানিকটা দূরে কাঠগড়া। সেখানে হরনাথ এবং হরিনাথ ক্ষুব্ধ প্রতিবাদের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। দুজনের মাঝখানে একজন কনস্টেবল। হাকিমের মঞ্চের সামনে দুখানা পিঠওয়ালা বেঞ্চি। কয়েকজন উকিল, মোক্তার, খাকী পোশাক-পরা কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং দু-একজন বাইরের লোক সে দুটি অধিকার করে আছেন। তরুণ উকিল নৃপেন রায় হাকিমের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন।]

নৃপেন—Yes, your Honour, I am just coming to that point. রাত্রির অন্ধকারে একজন কুমারী এবং তরুণী অধ্যাপিকার শয়ন কক্ষে অনধিকার প্রবেশ করে যে অস্ত্র দিয়ে এই

আসামীরা তাঁর দেহে উপর্যুপরি আঘাত করেছে, এখনই সেটা আমি কোর্টের সামনে উপস্থিত করব। তার আগে একটি কথা আমার বলবার আছে। সাধারণতঃ অস্ত্র বলতে আমরা বুঝি বন্দুক, পিস্তল, দা, ছোরা, ল্যাজা, লাঠি বা ঐ ধরনের কোনো হাতিয়ার। সাধারণ অপরাধীরা এইগুলোই ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু, আমি গোড়াতেই বলেছি, এই মামলার যারা আসামী তারা সাধারণ অপরাধী নয়। তাদের অস্ত্র এবং..তার প্রয়োগ পদ্ধতিও তেমনি অসাধারণ।

(সহকারীর হাত থেকে একটি সিরিঞ্জ নিয়ে হাকিমের সামনে রেখে) এই সেই অস্ত্র। দেখতে নিরীহ হলেও, আসলে মারাত্মক। A deadly weapon.

হাকিম—(সিরিঞ্জটা দুহাতে তুলে ধরে) এটা Exhibit করে নিন, পেসকারবাবু।

পেসকার—নিয়েছি স্যর। লেবেলটা এখনই লাগিয়ে দেবো। Exhibit No. 2

হাকিম—(ভ্রূ কুঞ্চিত করে) Number two? One কোনটা ছিল?

পেসকার—আজ্ঞে, বাদী, I am sorry, বাদিনী মিস সোমা গাঙ্গুলীর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত।

হাকিম—Oh, that's right. (উকিলের প্রতি) এটা তো মনে হচ্ছে একটা ইন্‌জেকশন দেবার সিরিঞ্জ।

নৃপেন Your Honour is right. ওটা হচ্ছে নামকরণের বাহাদুরি। যন্ত্রটা যে কি ভয়াবহ, লোকের কাছে লুকোবার জন্যেই ডাক্তারেরা একে একটা মিষ্টি নাম দিয়েছেন—সিরিঞ্জ। আর ওর বিশ্রী খোঁচাটাকে তারা মোলায়েম করে বলেন ইন্‌জেকশন।

হাকিম—But do you mean to say this is a weapon? অস্ত্র বলতে যা বোঝায়, একে তার দলে ফেলা যায় কি?

নৃপেন—নিশ্চয়ই। Your Honour will kindly look at it from the stand point of law. আইনের চোখে এর আসল রূপটা কী? খোঁচা দেবার যন্ত্র। আমি যদি এই জিনিসটা দিয়ে আপনাকে খোঁচা মারি—

হাকিম—What! আমাকে খোঁচা মারবেন? I am afraid, this is contempt of court.

নৃপেন—Excuse me, sir, I withdraw. আমি বলতে চেয়েছিলাম, আমি যদি এই যন্ত্রটা দিয়ে কাউকে, ধরুন আমার এই বন্ধুকে আঘাত করি, আইন

আমাকে ছেড়ে দেবে না। তাই যদি হয়, ওরা ডাক্তার বলে ছাড়া পাবেন কোন যুক্তিতে? আইনের চোখে সকলেই সমান। এই equality-ই হচ্ছে আমাদের সংবিধানের মৌলিক স্বীকৃতি।

হাকিম—Yes, go on.

নৃপেন—Thank you, sir, এবার আমাদের বিবেচনা করতে হবে, এই খোঁচা অর্থাৎ তথাকথিত ইনজেকশনটাকে আইনের পরিভাষায় greivous hurt বা গুরুতর আঘাতের পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা। একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন—কী দিয়ে আঘাত করা হল, সেইটাই শুধু বিবেচ্য নয়, কাকে আঘাত করা হল, এবং আহত ব্যক্তির দেহে ও মনে তার প্রতিক্রিয়া কী, তাও বিবেচনা করতে হবে। এখানে 'মন' কথাটার উপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই। Your Honour অবশ্যই অবগত আছেন, মহিলাদের, বিশেষ করে শিক্ষিতা মহিলাদের, এবং তিনি যদি কুমারী হন, nerves অত্যন্ত sensitive অর্থাৎ যাকে বলে স্পর্শকাতর। আমার মক্কেলকে আপনি দেখেছেন। তিনি তরুণী এবং কুমারী। যেভাবে এই দুই ডাক্তার নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে এবং পরস্পরের

প্রতি যুদ্ধং দেহি মূর্তিতে এই মহিলাটির উপর আক্রমণ চালিয়েছিল, তাতে করে তিনি যে শুধু দেহের দিক থেকে আহত হয়েছেন, তাই নয়, her tender nerves have been terribly shocked. সেই স্নায়বিক আঘাতটাই আরো গুরুতর। তার থেকে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই যেমন, hysteria, nervous breakdown এবং শেষ পর্যন্ত lunatic convulsions, অর্থাৎ পাগল হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

অতএব, কোর্টের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, এই দুর্বৃত্তদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক, যাতে করে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের শয়ন কক্ষ নিরাপদ হতে পারে, এবং এই সহরের শান্তি যে-ভাবে এরা বিঘ্নিত করে তুলেছে, তারও একটা স্থায়ী প্রতিকার সম্ভব হয়।

[উকিল আসন গ্রহণ করলেন। চারদিকে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল]

হাকিম—Order, order, এক নম্বর আসামী হরনাথ ধর।

হরনাথ—Excuse me, আমার নাম হরনাথ কর।

হাকিম—বেশ, তাই হল। আপনার তরফে কোনো উকিল আছেন ?

হরনাথ—না, উকিলের প্রয়োজন নেই। I am quite competent to defend myself.

হাকিম—এই অভিযোগ সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার আছে ?

হরনাথ—না।

হাকিম—প্রফেসর মিস্ গাঙ্গুলীকে আপনি ইন্জেকশন দিয়েছিলেন ?

হরনাথ—দিয়েছিলাম।

হাকিম—কেন ?

হরনাথ—প্রয়োজন হয়েছিল বলেই দিয়েছিলাম। তার বেশী আর কিছু আমি বলতে বাধ্য নই।

হাকিম—তিনি আপনাকে কোন call দিয়েছিলেন ?

হরনাথ—না।

হাকিম—And you ? হরিনাথ কর।

হরিনাথ—You mean me ?

হাকিম—Yes.

হরিনাথ—I am Harinath Dhar.

হাকিম—Doesn't matter. আপনিও কি ঐ মহিলাটির ঘরে ঢুকে তাঁর হাতে সূঁচ ফুটিয়েছিলেন ?

হরিনাথ—সূঁচ ফোটাইনি, ইন্জেকশন দিয়েছিলাম। একজন ভদ্রমহিলাকে হাতুড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে, দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

হরনাথ—(ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছেড়ে) আমিও একটা গোবদ্যির কবল থেকে—

হাকিম—(হাত দিয়ে থামিয়ে) ব্যস্। Don't interrupt. (হরিনাথের প্রতি) আচ্ছা, পেশেণ্ট আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর চিকিৎসা করতে ?

হরনাথ—ডাক্তারকে দেখতে হয়, পেশেণ্টের কি প্রয়োজন, তার অনুরোধের জন্যে অপেক্ষা করলে চলে না।

হাকিম—হুঁ ; (লিখতে গিয়ে পেসকারের প্রতি) ডায়রিটা একটু দেখুন তো। 'রায়'এর তারিখটা কবে ফেলি ?

পেশকার—রায় তো স্যর আজও দিতে পারেন। Summary case. আসামীরা practically guilty plead করছে।

হাকিম—ইন্‌সপেকটরবাবু কি বলেন ?

ইন্‌সপেকটর—হ্যাঁ, স্যর। Summary trialএ কোনো বাধা নেই।

হাকিম—আচ্ছা, তাহলে আমি এখনই Judgment দিচ্ছি। আসামীদের lock-upএ নিয়ে যেতে বলুন।

[হাকিমের প্রস্থান]

ইনসপেকটর—হবিলদার !

হাবিলদার—হুজুর।

ইনসপেকটর—আসামী লোককো হাজতমে লে যাও।

হাবিলদার—বহুৎ আচ্ছা (সেলাম), আইয়ে আপলোক।

[হরিনাথ ও হরনাথ পরস্পরের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে হাবিলদারের অনুসরণ করলেন। হাকিমের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে উকিল মোক্তার এবং অন্যান্য লোকজন উঠে চলে গেলেন। বসে রইল শুধু পেসকার এবং চাপরাশী। পেসকার নথিপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একজন উকিল প্রবেশ করলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা কিছু গোপন ব্যাপার বলছে এমনিভাবে পেসকারের টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লেন]

উকিল—(এদিক ওদিক চেয়ে) সেই ব্যাপারটা কদ্দূর

পেসকার—কোন্ ব্যাপারটা ?

উকিল—সে কি ? এরই মধ্যে ভুলে গেলেন ?

পেসকার—আজ্ঞে না, ভুলিনি। তবে অত সহজে হবে না।

উকিল—ভাবিয়ে তুললেন দেখছি।

পেসকার—কেন, আপনার পার্টি তো বেশ শাঁসালো শুনছি।

উকিল—কোথায় ? শাঁস টাস গিয়ে এখন আছে শুধু খোসা।

পেসকার—তা বললে চলবে কেন ?

উকিল—বেশ তো, করে দিন। তারপরে না হয়—

[হাকিম এবং তাঁর পেছনে কোর্ট ইন্‌সপেকটর, নৃপেনবাবু এবং অন্যান্য সকলের প্রবেশ]

পেসকার—(জোরে জোরে হাকিম যাতে শুনতে পান) আপনার সাক্ষীরা যদি সব এসে থাকে, হাজিরা লিখিয়ে দিন।

উকিল—(একটু থতমত খেয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে) কে কে এল একবার দেখে আসি।

[প্রস্থান]

হাকিম—আসামীদের ডেকে পাঠান।

পেসকার—হাবিলদার।

হাবিলদার—বহুৎ আচ্ছা।

[প্রস্থান এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ, সঙ্গে হরিনাথ ও হরনাথ। তাঁরা আগের সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা অস্ফুট গুনগুন আওয়াজ উঠল]

হাকিম—Order, order।

[গুঞ্জন থেমে গেল]

(আসামীদের দিকে বাঁ হাতের তর্জনি তুলে) Listen, এই মামলার বাদী, I mean বাদিনী Prof. Miss Ganguli আসামী হরিনাথ ধর এবং হরনাথ করের বিরুদ্ধে অত্র আদালতে যে অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। আইনের দৃষ্টিতে সিরিঞ্জ নামক যন্ত্রটি অবশ্যই একটি মারাত্মক অস্ত্র। এবং ইনজেকসন নামক কার্যটি যে গুরুতর আঘাত

অর্থাৎ আইনের ভাষায় grievous hurt, সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ। যে অবস্থায় একটি অরক্ষিতা তরুণীর কোমল দেহে সে আঘাত করা হইয়াছে, তাহা এবং অন্যান্য বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া আমি উভয় আসামীকে ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের ৩২৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিলাম।

যেহেতু এক নম্বর আসামী এই ব্যাপারে অগ্রণী, অতএব আমি তাহাকে অর্থাৎ হরনাথ করকে পাঁচশত টাকা এবং অপর আসামী হরিনাথ ধরকে চারিশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম। জরিমানা অনাদায়ে—

হরিনাথ—আমার একটা নিবেদন আছে, ধর্মাবতার।

[হাকিম রূঢ়ভাবে তাকালেন]

আমারও পাঁচশো টাকা জরিমানার আদেশ হোক!

হাকিম—What!

হরিনাথ—(উত্তেজিতভাবে) একটা হাতুড়ে দেবে পাঁচশো, আর আমি চারশো! এ কখনো হতে পারে না। My prestige at stake.

হরনাথ—বটে! তাহলে আমি দেবো এক হাজার। My position—

হরিনাথ—আমি দু হাজার।

হাকিম—Order, order! What is this? Is this a court or an Auction mart! Court Inspector.

কোর্ট ইনসপেকটর—Yes Sir?

হাকিম—They should be prosecuted for contempt of court.

কোর্ট ইনসপেকটর—All right, sir, (ডাক্তারদের প্রতি) look here, কোর্টের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং আদালত অবমাননা—এই দুই অপরাধে সরকার পক্ষ থেকে আমি আপনাদের অভিযুক্ত করছি। (হাকিমের প্রতি) And I pray, that pending disposal of these charges, আসামীদের জেল হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হউক।

হাকিম—I am passing orders accordingly.

[লিখতে লাগলেন]

নৃপেন—Your Honour, before you pass the order, আমার একটা সামান্য আবেদন ছিল।

হাকিম—বলুন।

নৃপেন—আমার মনে হয়, এদের জেলে পাঠিয়ে কিংবা নতুন অভিযোগ দায়ের করে এর থেকে আলাদা কোন ফল পাওয়া যাবে না। The result will be

the same as this. আমাদের ঠিক এই অবস্থায় এসেই দাঁড়াতে হবে।

হাকিম—Then, what's to be done? কী করতে বলেন আপনি?

নৃপেন—আমি বলতে চাই, আমাদের সেই মান্ধাতার আমলের ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড্ যার একমাত্র অস্ত্র জেল আর জরিমানা—Fine and imprisonment, আজকের দিনে সব ক্ষেত্রে কার্যকরী হচ্ছে না। বর্তমান penology অনুসারে—

হাকিম—কী বললেন?

নৃপেন—Penology

হাকিম—সেটা কী জিনিস? Biology, Zoology—এসব শুনেছি কলেজে টলেজে পড়ান হয়। কিন্তু ঐ আপনি যা বললেন -

নৃপেন—এও ঐ Zoologyর সগোত্র। Penology

হাকিম—I see; তার বক্তব্যটা কী?

নৃপেন—এ নিয়ে যারা চর্চা করেন, তাদের মতে কোর্টকে দণ্ডবিধান করতে হবে অপরাধীর দিকে চেয়ে। দণ্ডদানের একমাত্র লক্ষ্য reformation of that particular criminal, অর্থাৎ দোষী ব্যক্তির মধ্যে অপরাধ নামক যে ব্যাধি দেখা দিয়েছে, তার

চিকিৎসা, যাতে করে ঐ পথে আর সে পা না বাড়ায়।

হাকিম—চিকিৎসা ? আপনি ভুলে যাচ্ছেন, court is not a Hospital. আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার নই।

নৃপেন—ওঁরা বলেন বিচারক মাত্রেই চিকিৎসক। কেন না, ক্রাইম জিনিসটা আসলে এক ধরনের রোগ, a sort of disease.

হাকিম—তা মন্দ বলেননি। অন্ততঃ আমাদের বর্তমান আসামী দুটির বেলায় সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বড় রকমের ব্যাধি ছাড়া এ অবস্থা হয় না।

নৃপেন—Exactly. আমিও সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। মিস্ গাঙ্গুলীর ওপর এদের কোনো আক্রোশ নেই। She is only an unfortunate victim এদের দুজনের মধ্যে যে মানের লড়াই চলেছে, তার ক্ষেত্র বা উপলক্ষ মাত্র। সুতরাং এমন ওষুধ দিতে হবে, যাতে করে সেই লড়াইএর শেষ হয়, বিরোধের শান্তি হয়! সেইটাই হবে এদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্‌টেন্স্। কিন্তু আমি যদ্দুর দেখছি, প্রচলিত দণ্ডবিধি, অর্থাৎ Indian Penal Codeএ সে ব্যবস্থা নেই। কোর্টকে অন্য উপায় স্থির করতে হবে।

হাকিম—You are right, এমন কোন উপায়, যা দিয়ে রোগের মূলে আঘাত করা যায়। রোগের মূলে···

[উপায় চিন্তা করতে লাগলেন]

নৃপেন—They are in a state of war, and there must be peace. বর্তমান সাংবাদিকদের ভাষায় বলতে গেলে যুদ্ধাবস্থা থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। Peaceful co-existence.

হাকিম—That's it. Peaceful co-existence। সেই ব্যবস্থাই করছি। ইন্‌সপেকটর—

কোর্ট ইন্‌সপেকটর—Yes sir.

হাকিম—আসামীদের ডক থেকে নামিয়ে আমার এজলাসের সামনে দাঁড় করাতে বলুন।

কোর্ট ইনসপেকটর—হাবিলদার—

হাবিলদার—আভি লে আতা হ্যায় হুজুর। (আসামীদের প্রতি) উতার আইয়ে আপলোক।

[আসামীরা নেমে এসে বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। হাকিম তখন লিখে চলেছেন]

হাকিম—(হঠাৎ লেখা থেকে মুখ তুলে) না, না, ওভাবে নয়, মুখোমুখি।

[আসামীরা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তখন হাবিলদার এগিয়ে এসে দুজনকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা রইল। হাকিম অর্ডারসীট থেকে পড়তে লাগলেন]

Look here! ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের ৩২৪ ধারা অনুসারে আমি যে আদেশ দিয়াছিলাম, আপনাদের ক্ষেত্রে তাহা কার্যকরী না হওয়ায় তাহার পরিবর্তে এতদ্বারা এই আদেশ দেওয়া হইল যে, এক নম্বর আসামী হরনাথ কর, এবং দুই নম্বর আসামী হরিনাথ ধর অত্র আদালতে দাঁড়াইয়া অবিলম্বে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইবে।

হরনাথ ও হরিনাথ—(একসঙ্গে) আলিঙ্গন !

হাকিম—হ্যাঁ ; আলিঙ্গন। যাকে বলে কোলাকুলি।

হরনাথ—অসম্ভব।

হরিনাথ—Impossible।

হাকিম—(হাত তুলে ঠেকিয়ে) উক্ত আদেশ অমান্য করিলে, উহা পুলিশের সাহায্যে কার্যকরী করা হইবে।

হরিনাথ—বেশ, না হয় পাঁচ বছর জেল খাটবো, তাই বলে একটা হাতুড়ের সঙ্গে—

হরনাথ—(গলাটা আর এক পর্দা তুলে) দশ বছর জেলে পচতে হয় পচবো, তবু একটা গোবদ্যিকে—

হাকিম—Shut up. Inspector, Apply force

কোর্টইনসপেকটর—All right, sir. হাবিলদার, আর্মড ফোরস্।

হাবিলদার—বহুৎ আচ্ছা, হুজুর।

[প্রস্থান ও দুজন বন্দুকধারী সিপাই সহ পুনঃ প্রবেশ]

লেফট রাইট, লেফট রাইট, হলট।

কোর্ট ইনসপেকটর—(মিলিটারী কমাণ্ডের স্বুরে) Take post. দুনো আসামীকা পিছে তরফ খাড়া হো যাও। (সিপাইরা যথাস্থানে দাঁড়াল) Load.

(বন্দুকে গুলি ভরা হল

Aim. (আসামীদের মাথা তাক করে বন্দুক তুলে ধরা হল)

Firing order দেবার আগে আমি আপনাদের তিন মিনিট সময় দিলাম।...

[হরিনাথ ও হরনাথ ভয়ে ভয়ে একবার পেছনে, আরেকবার সামনের দিকে তাকাতে লাগলেন। বাণীবাবুর প্রবেশ]

বাণীবাবু—(সবিস্ময়ে) এ কি! এদের এ অবস্থা কেন? রায় বাহাদুর?

হাকিম—শান্তির জন্যে। For peaceful Co-existence.

বাণী—তার জন্যে বন্দুক!

হাকিম—তাছাড়া আর উপায় কি? সারা দুনিয়াতেই আজ এই পর্ব চলছে। বন্দুক উঁচিয়ে না ধরলে শান্তি-রক্ষা হয় না।

বাণী—না, না, আমার হাতে অন্য অস্ত্র আছে।

হাকিম—অন্য অস্ত্র!

বাণী—অনুমতি করেন তো এখনি হাজির করতে পারি। দয়া করে বন্দুক নামাতে বলুন।

[হাকিম কোর্ট ইনসপেকটরকে ইঙ্গিত করলেন]

কোর্ট ইনসপেকটর—অর্ডার আরাম্‌স্‌!

[বন্দুক নামানো হল]

বাণী—(বাইরের দিকে চেয়ে) কইরে?

[বর বধূ বেশে অশোক ও নীলিমার প্রবেশ]

হরিনাথ—খোকা!

হরনাথ—নেলী!

[দুজনেই নিজ নিজ ছেলে মেয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন]

বাণী—দাঁড়াও। ওরা আর আলাদা নেই। জোড়ে এসেছে তোমাদের প্রণাম করতে। পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছে পুলিস।

হরিনাথ ও হরনাথ—পুলিস!

বাণী—কেন, এদের দুজনের নামে তোমরা মামলা করেছিলে, মনে নেই?

হরনাথ—না, না; সে মামলা তুলে নিচ্ছি।

হরিনাথ—এখনি উঠিয়ে নিচ্ছি।

[দুজনের প্রস্থানোদ্যোগ]

হাকিম—কোথায় যাচ্ছেন? আপনাদের মামলা এখনো

মেটেনি। My order of কোলাকুলি still stands

বাণী—কোলাকুলি! সেরে ফেল, সেরে ফেল, তোমরা যে এখন বেয়াই হয়ে গ্যাছ।

হরিনাথ—অ্যাঁ! হ্যাঁ, হ্যাঁ…

হরনাথ—তাই তো, বেয়াই!…

[দুজনে এগিয়ে এসে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন]